



প্রেম-মন্দাকিনী নাটক ।

শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-
বিরচিত ।

কলিকাতা ।

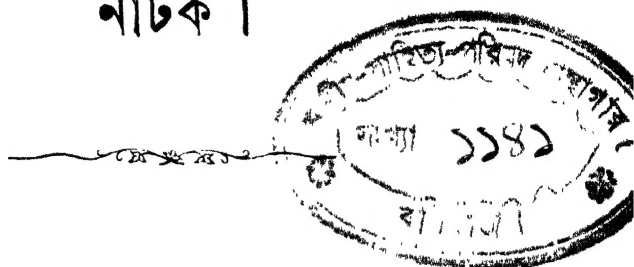
শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে, ষ্ট্যান্ডিংপু যন্ত্রে, মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার
কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১২৮৮ সাল ।

[মূল্য ৥০ আনা মাত্র ।]

প্রেম-মন্দাকিনী

নাটক ।



শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-

বিরচিত ।

কলিকাতা ।

শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বসু কোং কর্তৃক বহুবাজারস্থ ২৪৯ সংখ্যক
ভবনে, ষ্ট্যান্ডহোপ্ যন্ত্রে মুদ্রিত এবং গ্রন্থকার
কর্তৃক প্রকাশিত ।

সন ১২৮৮ সাল ।

উৎসর্গপত্র ।



পরম পূজনীয়

শ্রীযুক্ত কালীকুমার বিদ্যারত্ন

জ্যেষ্ঠতাত মহাশয়ের

পাদপদ্মযুগলে

এই মন্দাকিনী

পাদ্যস্বরূপে

সমর্পিত

হইল ।

বিজ্ঞাপন ।



বিগত ১২৮০ বঙ্গাব্দে বলিহার রাজবাটীতে অবস্থিত-
কালে অভিনয়েচ্ছু কতিপয় সদাশয় মহাত্মার অনুরোধ-
পরতন্ত্র হইয়া আমি এই নাটক রচনায় প্রবৃত্ত হই। রচনা
সমাপ্ত হইলে উহা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সন্তুষ্ট হইলেন।
বিশেষতঃ বলিহারেশ্বর বিবিধগুণরত্নাকর শ্রীমান্ কৃষ্ণেন্দ্র
রায় নৃপতি বাহাদুর উহার আদ্যন্ত অবলোকন করিয়া
সবিশেষ প্রীতি প্রকাশপূর্বক অনুকূলবচনে আমাকে উৎ-
সাহিত করেন। তদবধি এই সুদীর্ঘকাল নিজ নানাপ্রকার
অবস্থাবৈগুণ্যবশতঃ পুস্তকখানি তদবস্থায় তথায়ই পতিত
ছিল। ঈশ্বরানুগ্রহে এতদিনে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

যদিও তৎকালে কতিপয় মহানুভাবের প্রবর্তনায়
প্রোৎসাহিত হইয়া আমি এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলাম,
তথাপি এক্ষণে উহা সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে শতবার
অগ্রসর ও শতবার পশ্চাৎপাদ হইতেছি। কারণ, বাল্মীকি
ও ভবভূতির গ্রন্থ পাঠ করিয়াও চরিত্রচিত্রণাভিলাষে
রামচন্দ্রাদিকে যাত্রার দলের সংসাজাইতে যাওয়া জ্ঞান-
কৃত গুরুতর অপরাধবিশেষ। আমি সহৃদয় পাঠকসমাজের
নিকট এই অপরাধের মার্জ্জনাপ্রার্থী হইয়া রহিলাম। ইতি।

মেড়তলা,
১২৮৮। কার্তিক।



শ্রীশারদাপ্রসাদ শর্মা।



প্রেম-মন্দাকিনী

কান্ধা স্কন্ধে তিথ্যত্রাণিধিমিব পরমং শূলদণ্ডেন রত্নং
 তেনৈবাত্মানমত্যাচ্ছিতমযি নিদ^{নয়ন}ম্বিন্ধতা যোকমূর্ত্তিঞ্চ ।
 স্তম্ভম্ভস্মুণি হৃগ্ভ্যাং রবিদহনমযীভ্যামপীযো বিযোগী
 যোগীষ্যঃ সোঃস্তু নিত্যমক্লান্তিস্বতনবুঃ শ্রেয়সে ভূয়সে বঃ ॥

পারিপার্শ্বিক । (প্রবেশপূর্বক) আৰ্য্য, বাঙ্গালাভাষার বাঙ্গালা-
 ভাষায় ।

স্বত্ৰধার । কেন এ আৰ্য্যসমাজে এ সংস্কৃতির মহোন্নতিসাধক যুগে
 কোন্ সভ্য—

পারি । আৰ্য্য, বৰ্ত্তমান শতাব্দীর নামডাকে প্রতারণিত হবেন না,
 ও প্রায় শরতের গৰ্জ্জন ।

স্বত্ৰ । (সন্মিতে) আচ্ছা, তবে তাই ।

অমূল নিধিরে যেন দরিদ্র রাখয়ে,
 তেমতি স্কন্ধের পরে পরম যতনে
 রক্ষা করি শূলদণ্ডে প্রিয়ার সে তনু,
 না রাখিতে নিজ তনু, শোকমূর্ত্তি-ধর
 সেই শূলে সদা তারে করি জর্জরিত,
 অগ্নিসূর্য্যময় ঐশি, তাও অশ্রুধারে
 ভাসাইয়ে যোগীশ্বর—বিয়োগী রে আজি—
 আধ মহাশক্তি যাছে নিত্য-সন্মিলিত—

প্রেমের পরমা গতি দেখাইলা ভবে,

সেই ভব-সুখরসি বিতরুন মনে ।

পারি । ভবে আর বিলম্ব নাই) আরি প্রস্তুত হইলো ।

হুত্র । হাঁ, আমিও প্রিয়াকে আহ্বান করি । (নেপথ্যাভিমুখে)

আর্য্যে যদি বেশবিন্যাস হ'রে থাকে, তো এদিকে এস ।

পারি । (নিঃস্রাস্ত) ।

নটী । (প্রবেশপূর্বক) এই এলাম ; কি আজ্ঞা করেন আৰ্য্যপুত্র ?

হুত্র । আর্য্যে, বহুতর রসভাবজ্ঞ মহাত্মা এই সভাকে অলঙ্কৃত করেছেন । আজি এই সভায় ত্রিশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রদীত প্রেম-মন্ডাকিনী নামক অপরূপ নাটকের অভিনয় ক'রে সভ্যসমূহের মনোরঞ্জন আর কবিপরিশ্রমের সার্থকতা-সম্পাদন ক'রতে হবে । অতএব তদর্থে যত্নবতী হও ।

নটী । আৰ্য্যপুত্র, এ বড় কঠিন কথা । যে সকল সুবিজ্ঞ প্রধান প্রধান লোক এ সভায় অধিষ্ঠান করেছেন, তাঁদের সমক্ষে আমাদের মত লোকের যথারূপ অভিনয় প্রদর্শন এক প্রকার অস্বিপরীক্ষা । বিশেষ এখনকার লোক দোবেরই অধিক অনুসন্ধান ক'রে থাকেন, গুণের প্রতি বড় তাঁদের দৃষ্টি নাই ।

হুত্র । না, এমন কথা ব'লনা ।

দোষমাত্র অবৈষয়ে অধম যে জন,

কেন সে প্রকৃতি বল ধরিবে সজ্জন ?

পেচকের আঁখি তথা যথা অন্ধকার,

চকোর সে চাহে, কোথা কণা চন্দ্রিকার ।

সে অল্প আশঙ্কা নাই, তুমি নিঃসঙ্কোচে প্রবৃত্ত হও । অগ্রে প্রস্তুত-পযোগী একটি সঙ্গীত-অলঙ্গপ ক'রে সভ্যগণের চিত্ত একাগ্র কর ।

নটী । যে আজ্ঞা, আপনকার আজ্ঞাই আমার ভরণ্য । কোন্ সময় অবলম্বন ক'রে গান ক'রব ?

সূত্র । ত্রিংশৎ, অচিরপ্রবৃত্ত স্বর্গীয়ত্ব অধিকার কটরই গাও ।

মটী । (সহাস্যে) যে আজ্ঞা ।

গীত ।

রাগিণী যন্ত্রা—তাল চিত্রে ভেতানা ।

দলে দলে ঘনদল যগণেতে ছাইল ।

নয়ন-বিষয় ঘোর আধারে ডরিল,

যেন রে এ ধরাতল রসাতলে ডুবিল ।

ফোটে কি না ফোটে মেঘে যুগু তারা-হাসি,

চমকি চৌদিকে ছোটে চপলার রাশি,

কি দশা গগণে আজি বিনা এক শশী,

যেন কাল মেঘ মসী বরষিতে লাগিল ।

সূত্র । আর্ঘ্যে অতি সুন্দর সঙ্গীত হয়েছে ।

নেপথ্যে । কে তুমি স্বকণ্ঠ ! তোমার গানে আমার প্রাণ মন
উদাস হ'ল । তুমিও কি বুঝেছ, দেব নারায়ণের অভাবে এ সুখধামের
কি দশা হয়েছে ?

নটী । উনি আবার কে ?

সূত্র । এখনও বুঝতে পারনি ? উনি ভগবতী কহলার সখী
কল্যাণী । এস, আমরাও স্বকার্য্যে অবহিত হই ।

নটী । যে আজ্ঞা । (উভয়ে নিক্রান্ত) ।

প্রস্তাবনা ।



কল্যাণী । (প্রবেশ পূর্বক) আহা যথার্থই বলেছ । চন্দ্র বিনা হৃদ্বিনের পৃথিবীতে তারার যেমন ছরবছা, চপলা চতুর্দিকে ঘুরেও অন্ধকার দূর করতে পারে না, দেব নারায়ণের অভাবে আজি এখানে দেবীরও সেই দশা । আমরা উপায় অহুস্কানে চারিদিকে ঘুরেও তাঁর বিবাদের অন্ধকার কিছুতেই ঘুচাতে পারছি নে । হায়, চির আলো'র অন্ধকার কখনও দেখিনি, এই দেখলাম । এই বৈকুণ্ঠের কি শোভা ছিল, কি হয়েছে ! দেবীকে বামে ক'রে ভগবান্ রত্নসিংহাসনে ব'সে দশদিক্ উজ্জ্বল করতেন, যেন ভারতক্ষেত্রে গঙ্গাসাগর-সঙ্গম ! আহা, সেরূপ আর কি দেখব ? (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই, দেবী বলেচেন ব্রহ্মলোকে গিয়ে ভগবান্ ব্রহ্মাকে বলতে হবে, যে যাতে দেব মানব শরীর পরিত্যাগ ক'রে শীঘ্র বৈকুণ্ঠে আসেন, তার উপায় তিনি করেন । (পার্শ্বে অবলোকনপূর্বক) এই যে দেবী প্রমদবনে আসুচেন দেখুচি । সক্ষে কে ও ? মায়ী বুঝি । তাই বটে, আহা ! কোনখানে সোয়াস্তি নাই । যাই, আবার দেখা হ'লে বলবেন এখনও যাওনি ? (নিঃশব্দ) ।

বিষ্ণুস্তব ।



মায়ার সহিত উৎকণ্ঠিতা কমলার প্রবেশ ।

মায়ী । দেবি, এই পদ্মরাগমণি-শিলার ব'সে বাগানের শোভা দেখুন । আহা ! কেমন ফুটন্ত ফুলগুলি বাতাসের ভরে ছলচে ; যেন রূপের তরঙ্গ উথলে উঠচে ! চারিদিক্ গন্ধে ভুর ভুর করচে । দেবি দেখুন, মন যুড়াবে এখনি ।

কমলা । (উদ্ভ্রান্তনেত্রে কিয়ৎক্ষণ থাকিয়া) কই মায়ী, সব তো দেখলাম, আমার তো একটুও প্রাণ শীতল হ'ল না । হা, আমার অদৃষ্টে এ সবও শোভাহীন হ'ল !

মায়া । সে কি দেবি, শোভা তো একটুও কমে নি । সেই মন্দাকিনী তেমনি ঢল ঢল ক'রে বচ্চো ; ঐ দেখুন, সে শোভা দেখে আহ্লাদভরে রাজহংস সারি সারি ধীরে ধীরে সাঁতার দিচ্চো ; ফুলগুলি তেমনি ফুটে আলো করেছে ; পাখীগুলি উড়ে উড়ে গাছের আগ্‌ডাল-গুলি হুলিয়ে হুলিয়ে কতবার বস্‌চে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দভরে ঝঙ্কার দিচ্ছে ! শোভা দেখে সকলেই তো মোহিত ।

কমলা । সবই শোভা আছে বুঝি, কিন্তু এই চক্ষে
কিছু নাহি সখি, সত্য কহিছু তোমারে ।
সবই দেখি, আছেও নয়ন, কিন্তু সখি
মোর সে নয়ন-মণি——(অন্তর্বাৎস্পে কণ্ঠরোধ)

মায়া । (স্বগত) আহা তাই বটে ।

এ সব কি ভোলা যায় সে দারুণ দুঃখ ?

(প্রকাশ্যে) দেবি ধীর হোন্, ধৈর্য্য ধ'রে অন্যদিকে—

কম । কম কি ধৈর্য্যের সখি, স্বামিপাদপদ্ম
ছেড়ে এতকাল বেঁচে আছি, আরও ধৈর্য্য ?
দুঃখ-বোধহীন আমি পাষণ নিশ্চয় ।

মায়া । পাষণ কেমনে আর, দেবি তা হ'লে কি
নিরন্তর এ যাতনা ভোগেন আপনি ?

কম । কি যাতনা মোর ? সখি, স্বামী মর্ত্তভূমে
যে যাতনা সহিছেন অভাগীর তরে,
মনে হ'লে আমাতে থাকিনে আর আমি,
জ্ঞানহারা হই সখি, আর কি বলিব,
বুক কেটে যায় মোর——(অবলাদে শিলাতলে পতন)

মায়া । (সসম্বন্ধে) একি দেবি দেবি,

(ক্রোড়ে বারণ করিয়া)

ছির হোন্ ছির হোন্, আপনিও তবে
অন্তঃসারণ-সম বিরোগবিবাদে
শোকে হ্রস্বে জ্ঞানহারা হবেন ? হাঁ দেবি,
এ বৈকুণ্ঠধাম, এ তো শোকহ্রস্বে ছাড়া,
নূতন অবস্থা এ যে দেখি আপনার ।

কম । (ধীরে ধীরে)

সত্য সখি, নিত্য সুখধাম এ বৈকুণ্ঠ,
কিন্তু পতি মোর কোথা, আছেন কি ভাবে ?
দেখ দেখি কত ক্লেশ, মানব শরীরে,
হ্রস্বে ধরায়, দগ্ধ আমার বিরহে !
কি দাহে অর্দ্ধাঙ্গ দহে, সর্বাঙ্গ দাহের
অধিক জালায় মোর, সখিরে কি কব !

মায়া । দেবি, এর উপায়ের জন্য কল্যাণীকে তো ব্রহ্মলোকে
পাঠিয়েছেন । ভগবান্ ব্রাহ্মাই তার উপায় করবেন । তবে আর ভাবনা
কি ? মালুঘের সবই তো দেবতার হাতে । কল্যাণী এখনি আসবে ।

কম । (অন্যমনে) কখন আসবে ? বড় ধীরে তার গতি ।

(দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া)

ব্রহ্মা সৃষ্টি-প্রভু তিনি, তিনি এর কোন
উপায়বিধানে কিবা হবেন সক্ষম ?
হার কৰ্ম্মশূন্যে বাধা মানব সকলে ;
সে বন্ধন ছেদ ক'রে বৈরাগ্য জন্মান
বড়ই কঠিন কৰ্ম্ম, অদৃষ্ট-আরত !
কি সংবাদে সুখী মোরে করিবে কল্যাণী ?
হা মন্দাগিনী আমি, মিথ্যা আশা ধ'রে
কতকাল রব আর সতৃষ্ণে চাহিয়ে !
মাস, বর্ষ, যুগ উঃ কত কি যে আছে,

(চমকিত হইয়া) কত দীর্ঘ, মনে এ বে পারিলে করিতে ;

সবই যে হে মঙ্গলিকা আশার বসতি ।

(অধিকতর বৈরাগ্যের সহিত)

কোথা রে আশার অন্ত, ঘোর অন্ধকার !

আমি ছুই, কোন্‌তেই আমি ছুই চিরতরে !

(অশ্রুবিমর্জন) ।

মারা । (স্বগত) কি করি, কি দিবে এ শোক সাধনা কর্ণে ;
আমিও যে আর থাকতে পারিনে । এ সময় তো অন্য কথা শুনে
না । হৃৎকের সময় হৃৎকের চেউই কেবল উঠতে থাকে, আর তাই ভাল
লাগে । কিন্তু শুনিচি সেই সব কথাতেই না কি সে হৃৎক আবার দুঃখ
হয় । তাই কর্ণে কি ? সেই ভাল । সেই সব কথাই তুলি । (প্রকাশে)
দেবি, একটু ধৈর্য ধরুন । অমন ক'রে হৃৎকের শরীরে আর অত কষ্ট
দেবেন না । না ! এখনিই আপনায় এত যত্ননা, না জানি পৃথিবীর
শরীরে আপনি কত কষ্ট পেয়েছেন ! (অগৈক শুক থাকিয়া) ভাল
দেবি, আপনার মানবলীলার অনেক কাণ্ডই তো শুনিচি, কিন্তু তার
শেষভাগও কি তেমনি হৃৎকের ?

কম । শুধুতে চাপে সে হৃৎকের কথা, শোন ।

মারা । (স্বগত) আহা সেই কথাতেই সব হৃৎক ভুলে যান । ভাল,
তাই বলুন ।

কম । কিন্তু সব কথা তো মনে থাকে না মারা ; তবে ঐরা কথা
বুঝি কখনই ভুলবার নহ, সেই সবই মনে আছে ।

মারা । সে কি দেবি, আর সব আপনি ভুলেছেন, কেবল সেইগুলি
মনে আছে ? এতো বড় আশ্চর্য্য !

কম । আশ্চর্য্য নহ মারা, তাই তখন আমার জীবন ছিল । পতি-
প্রেমের অবসর অস্বাভাবিক থাকিলে বিহঙ্গমিনী কি বাঁচবে ? হয়ে মিলে
এক, আর সেই এক আত্মার অর্ধ অর্ধ হয়েছে । তার আবার স্বর্গমর্ত
ভেদ কি ? অন্যজন্মের ভেদই বা কি ?

মায়া । (সবিস্ময়ে) স্বর্গে মর্তে হুহানে হুজনে থেকেও সেই এক আত্মা, জন্মজন্মান্তরেও তাই ? প্রেমের কি এমনি মাহাত্ম্য ?

কম । এই মন্দাকিনী কি পৃথিবীতে জাহ্নবীর সঙ্গে এক হ'য়ে নেই ?

মায়া । তা বটে ; তা দেবি, যা মনে আছে তাই বলুন । (বিতর্ক-পূর্বক) না দেবি, তা আর ব'লে কাষ নেই । সে সবও তো স্মৃথের কথা নয় ।

কম । না সখি, তা বলতে আর আমার তত ক্লেশ হবে না । সে দিন তো চ'লে গিয়েছে, এখন এদিন যে আমার বড় ভার হয়েছে । এ দিন আমার যায় না যে মায়া ! (অশ্রুপাত) ।

মায়া । দেখুন দেবি, এখনি আপনি চ'থের জল সম্বরণ ক'রতে পারুচেন না । সে সব কথার আর কাষ নেই । আগেকার কথা যা আপনি ভুলে যাচ্ছেন, তা আর মনে পাড়িয়ে দিতে চাইনে, আপনি একটু স্থির হোন ।

কম । না মায়া, সে দূরের সঙ্গীত, যদিও আকাশে মিলিয়ে গিয়েছে, তবু মনে করলে স্বপনের মত যেটুকু কাণে বাজে, তাও বড় মিষ্ট । তুই শোন । (কর্ণৈক তরু থাকিয়া) আমি রাজমহিষী হয়ে যখন বনবাসিনী হয়েছিলাম, তখনও আমার তা'তে ক্লেশ হয়নি । তপস্বিনীর কুটীরের মধ্যে বাকল-ধারিণী তপস্বিনী হয়ে ব'সে রাজপুরীতে আমার রাজাধি-রাজ পতির পাশে স্মৃথের সিংহাসন স্মরণ করতাম । আর যে সেই সকলসুখমাখা স্বামীর চরণসেবা করতে পেয়েছি, তা'তেই অভিমান ক'রতাম । (সাক্ষনেত্রে) সে স্মৃথ যে একবার মনে করতে পারে, তার আবার হুঃখ কি ? কিন্তু তখনি যদি বাছা দুটাকে চ'থে প'ড়ত, অমনি তাদের দীনহীনের বেশ দেখে মন কেঁদে উঠত । আকুল-প্রাণে ভাবতাম, হা বিষ্ণি, এরা রাজপুত্র, এদের কোন্ পাপে কাকাল তাপস করলে ?

মায়া । মাঃ ! এ কথা শুনতেই যে বুক ফেটে যায় ।

কম । একদিনের কথা শোন । একদিন আমি ঐরূপ ভাব্চি, এমন সময়ে পিতা বাব্বীকি বাছাদের কা'কে ডাকলেন, “এস বৎস, জানকীর হৃদয়-মণি !” অমনি আমার মনে হ'ল, ওহো তাই তো, এরা তো সুখ রাজপুত্র নয়, এরা যে অভাগিনীর সন্তান ! (অশ্রু-মোচন ।)

মায়ী । দেবি, এত দুঃখে সে জন্ম গিয়েছে । আ মরি মরি, এ দুঃখ কেমন ক'রে সহ্য হয়েছিল ? দেব কিন্তু বড় নিষ্ঠুর হয়েছিলেন তখন ।

কম । (সগাভীরবে) মায়ী, এমন কথা আর কখনও যেন আমাকে শুনতে না হয় । বরং এ দাসীরও আর্ধ্যপুত্রের সে সাগরের মত অতুল ভালবাসার উপর অবিখ্যাস হওয়া কখনও সম্ভব, তথাপি অভাগিনীর প্রতি তাঁর অপার করুণার একটুও ক্রটি হওয়া সম্ভব নয় ।

মায়ী । (অপ্রতিভভাবে মুখ অবনমন ।)

কম । না মায়ী, তুই জানিস্‌নে, তাই অমন কথা আর্ধ্যপুত্রকে বলছিলাম । শোন, আমার আর্ধ্যপুত্রের মহিমার কথা শোন ।

মায়ী । বলুন ।

কম । কোন কথাই বা বলব ? (স্মরণপূর্বক) হাঁ শোন । এক দিন পিতার মুখে শুন্‌লাম, মহারাজ অশ্রমেধ যজ্ঞ করবেন । শুনে এ পাপ মন কেঁপে উঠল । ভাব্‌লাম, পিতা বাব্বীকির কথা তো মিথ্যা হবে না, কিন্তু যজ্ঞ বে সহধর্ম্মিণী ভিন্ন হয় না ।

মায়ী । তার পর ?

কম । তার পর একদিন শুন্‌লাম, সীতার অভাবে সোণার সীতা নির্মাণ ক'রে মহারাজ যজ্ঞ করবেন । শুনে আমি যে কি হ'লাম, কি বলব । আত্মলাদে, অভিমানে, অহঙ্কারে, একেবারে অজ্ঞানপ্রায় হ'লাম । কতক্ষণ পরে সে মোহের স্বপন ভেঙ্গে গেল । আগনাকে মনে প'ড়ে বিষাদের তরঙ্গ উঠল । ভাব্‌লাম, একি ক'রলে নাথ, সীতার অভাবে সোণার সীতা গড়িয়ে রাখবে ! কেন, সীতার একবারে অভাব হ'লে কেন একাণ্ড হ'ল না ! বিধাতা !

মায়ী । দেবি দেবি, কান্ড হোন্‌, আর আমি শুন্‌তে চাইনে ।

কম। অধিক আর বল্‌ব না, শেষের একটি কথা বলি, আমার বড় আশায় বড় নৈরাশের কথা শোন। একদিন পিতা এসে হঠাৎ বলেন, বৎসে, মহারাজ তোমাকে সকলের সমক্ষে গ্রহণ করবেন, স্বীকার করেছেন। কল্যা আমিই তোমাকে সঙ্গে ক'রে রাজসভায় লয়ে যাব। শুনে আমি চমুকে উঠলাম।—সে কি? যে কথা মনে কর্তেও সাহস হয় না, সে কথা শুনি কেন? কাকালে রাজত্ব পাবে? কোথাথেকে মারাবিনী আশা উপস্থিত হয়ে বল্‌বে, “হাঁ পাবে; কাকালিনী আজ রাণী হয়ে রাজপদ দেখতে পাবে।” কি বল্‌ব মারা, সে আশার লতা অঙ্কুরমাত্র বেড়ে উঠে যেন পারে পারে জড়িয়ে ধ'রে আমার সে দিনমানকে যেতে দেয় নি। সে দীর্ঘদিন ব'সে ব'সে কত আশা করলাম। সকল আশার মূল আশা এই যে আৰ্য্যপুত্রকে দেখতে পাব। কিন্তু কত দুঃখ, কত অভিমান, কত চক্ষের জল এই ভাবনার সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত হ'ল! তখন আমাতে আর আমি ছিলাম না। মনে করলাম, যেন আৰ্য্যপুত্রের নিকটেই উপস্থিত হয়েছি, কিন্তু কি বল্‌ব ঠিক কর্তে পারছি নে। তখনি পাশে যেন সোণার সীতা আমার চ'খে পড়ল। অমনি আমার হেঁট মুখ দিয়ে এই কথাটা বেরিয়ে প'ল, আৰ্য্যপুত্র, এ সোণার সীতা কেন? অভাগিনীর দুঃখ কি ও সোণার অঙ্গে সহ্য কর্তে পারবে?

মারা। আহা আহা দেবি, একি ককণার কথা! এ নিদারুণ কথা কি আপনি মহারাজকে বলতে পেরেছিলেন?

কম। মারা, তা কি মনেও স্থির ক'রে আমি তাঁকে বলতে পারি? তখনি আমার চেতনা হ'ল। মনে দারুণ ব্যথা পেয়ে ভাবলাম, একি মহাপাপ এখনি করেছিলাম। সেই সময়, লব কুশ দুটা ভাই আমার দিকেই আস্‌চে, দেখতে পেলাম। দেখতে দেখতে আবার ধ্যানমগ্ন হয়েছি; হয়েই মনে কর্‌চি, এইতো বেশ হয়েছে! বাছাদের এই জটাবাকলধারীর বেশে তাঁর সম্মুখে দাঁড় করাই, তা হইলেই সব হবে। এই ভেবেই যেন মনে মনে কর্‌চি তাদের বলি, যে বাছা, এই রাজ-

সভায় আমার আগে তোমরা দুজনে দাঁড়াও । কিন্তু এ কথা আর মনে মনে বলা হয়নি । আমি শুনে শেষে লজ্জা পেলাম, বাছারা ব'ল্‌চে, “মা, এখনও তো রাজসভায় উপস্থিত হইনি । কিন্তু চল, এখনি যেতে হবে ; আচার্য্য বাঙ্গীকি বলেন, যে তোমরা সকলে প্রস্তুত হয়ে এস ।”

মায়া । আহা দেবি, তখন আপনার মন না জানি কেমনই হইছিল । তা যাহোক, আপনি গিয়ে মহারাজকে কি বলেন, তাই বলুন, তাই শুনি ।

কমলা । কি শুনিবি সখি, তা যে শুনিবার নাই !

বলিতে কি কিছু আর পেয়েছি ? অদৃষ্ট !

কোথায় সে ভাগ্য ? সখি দেখিতেও ফিরে—

বারেক দেখিতে নাথে আর না পাইছু ।

আর না পাইছু সখি, যুগ যুগ ভরি

সেই দরশন-তৃষ্ণা ফাটায় এ বন্ধ :

আজিও ফাটিছে বুক, মরি, মরি আমি ! (কণ্ঠরোধ ।)

মায়া । আহা আহা দেবি, এ যে সত্য সত্য আজি

ফাটে বুক তব ! হায় কি করিছু আমি,

নিবস্ত আশুন হৃদে পুনঃ জ্বলাইয়ে ।

ক্ষম দেবি দোহাই, দোহাই আপনার ।

কমলা । (বিষাদ-মুকভাবে অবস্থিতা ।)

মায়া । (অন্যমনে) আ মরি রে দেখাটাও হয় নি বারেক !

কমলা । (সাবেগে) কি দেখিব ? দৃষ্টিশক্তি ছিল কি তখন ?

রাজসভা লোকারণ্য স্বর্গ-মর্ত্যলোকে,

অগাধ সমুদ্র যেন, তাহে তৃণসম

অতি ক্ষুদ্রা, একাকিনী নারী কি দেখিব ?

সুগীত ভীষণসিদ্ধুমাঝে জীর্ণতরি,

ডোবে-ডোবে যেন, হায় সে দশায় আমি !

যন গরজন পশে কাণে, আঁখি ছুটী

সেই-শেষ মুদিষু, তবুও কি দেখিষু !—

ভীষণ লোকারণ্য যেন তরঙ্গ প্রত্যেকে,
 ভীষণ গরজি, সবে মেলি একেবারে
 কাঁপিয়া উঠিল; শেষে আঘাতে আঘাতে
 ভাঙ্গিয়া চূর্ণিয়া মোরে সেই তারি সম
 ডুবাইল কোন্ তলে, কেহ না সখি রে—
 কেহ ধরিল না, বুঝি শেষে সে অস্তিম্বে
 মা আমার বসুন্ধরা—(মুচ্ছিতা ।)

মায়া । (সত্রাস-রোদনে) ওমা একি হ'ল, একি হ'ল ! দেবি, দেবি,
 ওমা আমি কি ক'লাম অভাগী !

(সসন্ত্রমে কল্যাণীর প্রবেশ ।)

কল্যাণী । একি একি ! ওমা দেবী এমন হলেন কেন ? ভগবন্,
 নারায়ণ, মধুসূদন ! রক্ষা কর । (তালবৃন্ত-বীজম ।)

কমলা । (আশ্বস্তা হইয়া) কে হিতৈষী, অভাগীর কর্ণরক্ত ভরি
 করিলি অমৃতবৃষ্টি ! আহা আরবার
 কর দেখি !

মায়া । (সগদাদে) দেবি, একবারে এমন হয়ে গেলেন কেন ?
 আমরা যে ভয়ে মরি !

কল্যা । দেবি, এই যে আমি সূসম্বাদ নিয়ে এলাম ।

কম । (সাহ্লাদে) কেও, কল্যাণী ? সখি ভয় নাই, কি বৃত্তান্ত বল ।

মায়া । মাঃ ! বাঁচলাম ।

কল্যা । বলচি দেবি, অস্তঃপুরে চলুন ।

কম । না, আগে বল ব্রজা কি বল্লেন ।

কল্যা । ব্রজা ব'ল্লেন, আমি শীঘ্রই এর উপায় কর্ণচি । দেবী
 যেন অধীরা না হন । আরও তিনি বল্লেন, যে দেবীকে ব'ল, আমরাও
 ভগবানের দ্বিরহে নিরুদ্বেগ নহি ।

কম । আচ্ছা অস্তঃপুরে চল, ভাল ক'রে শুনি গে ।

উভয়ে । যে আজ্ঞা । (সকলে নিজাস্তা) ।

ইতি প্রথম অঙ্ক ।

দ্বিতীয় অঙ্ক ।



অবোধা—রাজাস্তঃপুর ।

(উপবিষ্ট লক্ষ্মণ ও উর্ষিলার প্রবেশ ।)

লক্ষ্মণ । (মানন্দে) আহা হা, প্রিয়! আমার চাঁদমুখের কি শোভা হয়েছে! একি, বিন্দু বিন্দু ঘর্ষ, না শ্রেণীগাঁথা মুক্তাফল? (হস্তদ্বারা ললাট-মার্জন ।)

উর্ষি । (সম্মিতে) আর্ঘ্যপুত্র, এত শক্তি তোমার, যে মুক্তাফল-গুলিকে অনায়াসে হাতে ক'রে চূর্ণ করলে!

লক্ষ্মণ । প্রিয়ে, ও স্বাতি-সলিল তো শুক্তিগর্ভে পড়েনি, যে কঠিন মুক্তাফল হবে। ও তোমার মুখ-শতদলে প'ড়ে শতদলের স্পর্শগুণে কোমল মুক্তাফল হয়ে গিয়েছে, তাই অনায়াসে চূর্ণ ক'রলাম।

উর্ষি । নাথ, আমার মুখের স্পর্শেই কোমল হ'ল, কি তোমার হাতের স্পর্শে কোমল হ'ল, তার ঠিক কি? তোমার হাত ছুঁনিও তো ছুটি কুটুম্ব পদ্মফুল। তবে শতদল না হোক, পঞ্চদল বটে।

লক্ষ্মণ । না প্রিয়ে, আমি তোমার অমুচিত প্রশংসার দান প্রতিগ্রহ করতে পারলাম না। আমাদের এ কঠিন পাণি শাণিতাগ্র বাণ, আমাদের এ হৃদয় কঠিনতম পাষণ—

উর্ষি । (সহাস্ত্রে) একথাটা সত্য বেরিয়েছে নাথ, হৃদয় যে পাষণ, তা আর একটুও মিথ্যা নয়, চোদ বছরই তার প্রমাণ।

লক্ষ্মণ । একথা যথার্থ বটে, পাষণ না হ'লে সে দীর্ঘব্যাপী শেলা-ষাত-যজ্ঞণা কেমনে লহ করেছে।

উর্ষি । (সখেদে) আমরা মরি! কি দারুণই তখন বেজেছিল বুকে সে শক্তিশেল! (অশ্রুপাত ।)

লক্ষ্মণ । (সহাস্যে) আ পাগলি, সে শক্তিশেলাঘাতের কথা বল-চিনে, তোমার বিরহের শেলাঘাত-যজ্ঞণা যে সে দীর্ঘকাল ভোগ করেছে,

তাই বল্চি। (অশ্রুমার্জনা করিয়া দিয়া) নদীর পুতলি আমার, রোজ লাগতে না লাগতে অমনি গলেন !

উর্ষি। তা হোক নাথ, তোমার সে কষ্ট মনে হ'লে কি চ'খের জল সম্বরণ করতে পারা যায় ?

লক্ষ্ম। যাক্, সে অতীতের কথায় কাঁচ নাহি। এখন আজ্জকার এ গ্রীষ্মকষ্ট কেন সাথে সাথে সহ্য কর ? একে বৃষ্টি না হওয়ার দিন এই উত্তপ্ত হয়েছে, তাতে আবার এই ভিতরের শয়নঘর ; তা যাও, শীতসৌধে গিয়ে নখীদের শুক্ৰযায় একটু শীতল হও গে ।

উর্ষি। (সম্মিত) বৃষ্টি হচ্যে না ব'লে আজ্জকার যে উদ্ভাপ তা আমার নেই। তোমার কথা একবার শুনতে পেলো নাথ, কে আর বৃষ্টির ধারায় শরীর শীতল করতে চায় ? দিনমানের মধ্যে এ সময় আমার কখনও মল্ল বোধ হবে না—এই সময়েই একবার তোমার দেখা পাই।

লক্ষ্ম। যা বল, কিন্তু এ সুখভাগী তুমি একলা নও প্রিয়ে, আমিও তার ভাগী।

উর্ষি। (অবনতমুখে) দাসীর এত ভাগ্য যে দাসীকে দেখে নাথের তৃপ্তি হবে ! (লক্ষ্মণের মুখে বৃষ্টিপাত করিয়া) আৰ্য্যপুত্র, তোমার সুখের অভাব কি ? তুমি দেব রঘুনাথের সেবা ক'রে যে সুখ পাও, কোন্ পুণ্যবান্ তেমন সুখভোগ করতে পারে ?

লক্ষ্ম। (সানন্দ) ষণ্মার্থ বলেছ প্রিয়ে, দাদা মহাশয়ের সেবা ক'রে যে সুখ পাই, এ পৃথিবীতে তেমন সুখ আমি কোথাও পাবনা। আহা এতও কি স্নেহ ! স্নেহের অক্ষয় নির্বর। (ক্ষণেক হর্ষজড়ভাবে থাকিয়া) আমার চিরবাহা পূর্ণ হয়েছে ; দেব রঘুপতিকে রাজ-সিংহাসনে দেখলাম, নিজহস্তে ছত্র ধরতে পেলাম ; কেবল হৃৎ আৰ্য্য জ্ঞানকীর জন্য।

উর্ষি। দিদিরী শোক একটু শান্ত হয়েছে কি ?

লক্ষ্ম। মুখে, সে শোক কি শান্ত হবার ? আৰ্য্য জ্ঞানকীর মূর্তি তাঁর হৃদয়ের অস্থিতে আঁকা রয়েছে, জীবনে কি সে চিহ্ন মিলায় ?

সকলি হরিতে পারে কাল ক্রুরমতি,
যা কিছু মানবে আছে বুদ্ধি, শক্তি, স্মৃতি;
রামের হৃদয়ে কিন্তু নারিবে হরিতে,
সীতার মুরতি কভু জীবন থাকিতে ।
এ জীবে তো নহে, বুঝি আত্মা ভিন্ন হ'লে
না হবে সে ভাব ভঙ্গ এ অখণ্ডকালে ।

উন্মি। কি কষ্ট! আহা ধন্য তুমি দিদি জন্মেছিলে পৃথিবীতে, ধন্য
তুমি! (ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে থাকিয়া) কেউ কিন্তু বলতে পারবে না যে
তিনি এত শোক ভোগ করেন, কেউ বলতে পারবে না।

লক্ষ্ম। বুঝবে কেমন করে? শোক তাঁর অন্তরের অন্তরে। সিংহা-
সনে ব'সে যখন রাজকার্য্য করেন, কে বলবে যে এ মহাপুরুষের মনের
ত্রিসীমার কখন শোক, তাপ, হুশ্চিন্তা পদস্পর্শ করেছে? কিন্তু যখন সে
কার্য্যভার হ'তে একটু বিশ্রাম লাভ করেন, অমনি শোক তাঁকে শব্দবেধী
বাণের ন্যায় কোথা থেকে এসে অদৃশ্যে আক্রমণ করে। সেই নির্জনে
নিঃশব্দে তাঁর অন্তঃকরণ কাঁদে। সে মর্ম্মভেদী শোকে আমিই একমাত্র
অবলম্বন থাকি।

নেপথ্যে। (বিষাদময় রাগপ্রবাহ।)

(কর্ণপাত করিয়া) ঐ শুন কি গান শোনা যাচ্ছে।

(পুনর্বার নেপথ্যে সঙ্গীত।)

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কোথা যুড়াইব রে হৃদি দাবানল।

স্মৃতির সমীরে শিখা গরজি হ'ল প্রবল।

একে দ্বিষমাখা বাণে, তাহে এই হতাশনে,

জীবন-হরিণ আজি নিতান্ত দেখি বিকল।

হ্রদ, নদ, নদী জলে, এ আগুণ দ্বিগুণ জ্বলে,

নিভে যদি কাল-মেঘে ঢালে তার ধারাজল।

উন্মি । আমরা মরি, এ শোক তেমন আগুনই বটে ! এতকাল বেঁচে
আছেন এই অনেক ।

লক্ষ । প্রিয়ে, আমি দাদা-মহাশয়ের কাছে যাই । আমার মন বড়
চঞ্চল হ'ল । দাদা-মহাশয় বড় ব্যাকুল হয়ে থাকবেন ।

উন্মি । হাঁ একলা আছেন । (স্বগত) আহা কি ভক্তি ! দাদাই
অর্দ্ধেক প্রাণ ।

লক্ষ । (গাত্রোথানপূর্বক) তুমিও এখানে থেক না, শীতসৌধে
যাও । (পরিত্রমণ) ।

উন্মি । (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) যাই । (ধীরে ধীরে নিজান্ত) ।

আলেখ্যমণ্ডিত বিজ্ঞানভবন ।

(শয্যোপবিষ্ট রামচন্দ্রের প্রবেশ ।)

রাম । (বক্ষে হস্ত দিয়া) আঃ হৃদয় বজ্রসার ! বজ্রসার তুমি ।

পলাও তোমরা শোক, সন্তাপ, যাতনা ;

যাও দূরে, এ হৃদয়ে নারিবে জীর্ণিতে ;

রামের হৃদয় ইহা ।

(হাস্তপূর্বক) — তুমিও পরাস্ত হ'লে, তুমি যমরাজ !

ভয় কি হে দণ্ডধর, আরবার দেখ ।

(ধ্যান-মগ্ন হইয়া) আঃ কত যুগকাল, স্মৃতি না জাগরে,

কতকাল প্রিয়াশূন্য আছি শূন্য-মনে !

চিরজীবী হইতু কি ? বিধে, চিরজীবী ?—

(অধিকতরভগবত্ব) অমর—এ প্রাণ ল'রে—এই জ্ঞান ল'রে ?

(করতলে নয়নদ্বয় আবৃত করিয়া শয়ন ও তদবস্থায় কণকাল অবস্থান ।

পুনর্বার চক্ষুরুন্মীলনপূর্বক ভিত্তিস্থচিত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া, সচকিতে) ।

ও কেও ? দণ্ডকারণ্যে ভস্মমাখা অঙ্গে,

বীরের আকৃতি, কিন্তু ভিক্ষকের বেশে !

(স্মরণপূর্বক) অহো রজোরাজ, মোর প্রিয়ারে হরিতে

এই ভক্ত বেশে ! দিক্ এরাই মান বীর,

এ ভীক পৃথীতে !

(মচকিতে)

একি, বিষমোপক্রম !

আর নাহি কন্যাকাল ।

(সবেগে উত্থান ও খজা গ্রহণপূর্বক) মৃত, প্রবঞ্চক,

জীবের অধম, তোর এই বীরপণা ?

(খজা উৎক্ষেপ করিতে করিতে)

• ভুঞ্জিবে না প্রতিকল-সঙ্গে সঙ্গে ?

(সহসা উদ্যম সম্বরণ করিয়া)

না, না,

দিক্, লঙ্কানাথ সে তো নির্কণ্ঠ সময়ে !

(স্থানান্তরে উপবেশন) তবে কি আমারই ভ্রান্তি ?

(চিত্রের স্থলান্তরে দৃষ্টি নিক্ষেপপূর্বক) তাই বা কেমনে ?

তবে প্রিয়া মোর কেন অশোক-কামনে ?

(তদবস্থ নীতার চিত্রে সাভিনিবেশ দৃষ্টিপাত করিয়া)

হাহা একি জ্ঞানমূর্তি হয়েছে, আমারি !

নিষ্ঠুর, এ আসে ক্লেশ দিলি কোন্ প্রাণে ?

ঈর্ষাক্ষী রিকলা, আহা প্রিয়ে কতকাল

দেখি নাই তোমা, দেবি কত দীর্ঘকাল !

এস দেবি, যুড়াই এ জলন্ত শরীর

জলন্ত অন্তর-আত্মা অমৃত-পরশে ! (বাহু-প্রসারণ)

কই দেবি প্রিয়তমে, অভিমানমরি,

আসিবে না ?

(শাঞ্জলিবন্ধে) কম আজি । হা কোথায় তুমি !

কিছু যে দেখি না, এ যে সব অন্ধকার,

পাতাল ঘেন বা !

(স্মরণপূর্বক) ওহো তাই তো, হা দিক্,

আমি না পাতালতলে বিসর্জিছি তোমা,

জনমের তরে ! সে কি ? বিসর্জন—তোমা—

জনমের তরে ? প্রিয়ে, পবিত্রে, সরলে,

জানকি—(মুচ্ছিত হইয়া পতনের উপক্রম ।)

লক্ষ্ম । (সহসা প্রবেশিয়া বাহুবিলারে ধারণপূর্বক) একি, একি সর্বনাশ, দাদা, দাদা ! (রোদন করিতে করিতে ক্রোড়ে শায়িত করিয়া বীজন ।)

রাম । (সংজ্ঞালাভ করিয়া ধীরে ধীরে) ভাই লক্ষ্মণ !

লক্ষ্ম । (সগদগদে) দাদা, একি হ'ল আপনার ? এ যাতনা কত ভোগ করবেন ? (অশ্রুপাত ।)

রাম । (লক্ষ্মণের মুখে দৃষ্টিপাত পূর্বক) ভাই আমার ! (নয়ন মার্জনা করিয়া দিয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্বক)

কঠোর-কমলগর্ভ-গভীর পরশে,

ইন্দু-সুধাধারা-ঘুট চন্দনের রসে,

জুড়াল হৃদয়, ভাই বাহির, অন্তর,

নাহি আর দাহ-আলা, শোকতাপ জ্বর ।

তুমি হেন ধন যার হৃদয়-ভাণ্ডারে,

নয়নে নয়নে, ভাই কি অভাব তারে ?

লক্ষ্ম । দাদা, এই চিত্রপটগুলি আজ্ আমি এ ঘর থেকে দূর করিব ।

রাম । (সাম্বন্ধে) কেন ভাই, আমি তো জীবনের স্বচ্ছন্দ-জাগ্রৎ ভাগই প্রজাদের পালনকার্য্যে ব্যয় করি ; কেবল শ্রম-খিন্ন মোহনিত্রা-ময় অংশটুকু এইরূপ পরবশভাবে যাপন ক'রে থাকি । কিন্তু এতেও কি আমার রাজকার্য্যের কোন ক্রটি তোমার উপলব্ধি হয়েছে ?

লক্ষ্ম । না, সে সকল ক্রটি কখনই কিছু আমি বুঝতে পারিনি ।

রাম । তবে ভাই, সীতাকে অন্তঃকরণ থেকেও কেন বিসর্জন দিতে বল ? প্রতিকৃতি দেখাও কি প্রজাদের অসহ হয়েছে ?

লক্ষ্ম । (নম্রমুখে) না, প্রজারা কিছুই বলেনি, তাদেরও কোন অপরাধ নাই ; আমিই বল্টি—আপনার এ দারুণ শোকশান্তির জন্য ।

রাম । বৎস, এ শোক বাড়বানল ; নির্ঝাণসামগ্রীতে নির্ঝাণ হবে না, উদীপনেও উদীপ্ত হবে না, তার কিছুই নাই । আর এই যে চিত্র-মূর্তি সকল, এরা স্বর্ধীর অপেক্ষা আমার উপকারিণী । বৎস, রাজ-কার্য্যান্তে নিত্য যে এই সময়—এক এক যুগপরিমাণ দীর্ঘ, কে এর পরিমাণ ধর্য্য করে ?

লক্ষ্ম । (স্বগত) ধর্য্য করে বটে, কিন্তু সমস্ত যাতনা মনে জেলে দিয়ে ।

রাম । হা কেমনে ভুল'ব, পাতকী নারকী আমি ! সে যে নিরপ-রাধা, অজ্ঞাত-অপরাধা, বনদেবী, গগণের জ্যোৎস্না ! উঃ চণ্ডাল-অসাধ্য কৰ্ম্ম ! (নয়নমুদ্রণপূর্ব্বক অবস্থান ।)

লক্ষ্ম । দাদা ধৈর্য্য ধরুন, একটু ধৈর্য্য ধরুন । এ উজ্জল রঘুকুল আপনাদ্বারাই অধিকতর উজ্জল হয়েছে, আপনাদ্বারা সে উজ্জলতার যেন একটুও হ্রাস না হয় । সূর্য্যকুলের সূর্য্য অন্ত না হওয়া পর্য্যন্ত মেঘে যেন না ঢাকে । (স্বগত) আমার কথা কি একটাও শুনেন না ? অথবা শুনেই বা কি হবে । বিধে, সর্ব্বশক্তিময় তুমি, তুমিই দাদার এ যাতনা নিবারণ কর, আর কে ক'রবে ?

রাম । (চক্ষুরশ্রুগল ও চিত্রের স্থানান্তরে দৃষ্টিনিক্ষেপ-পূর্ব্বক অগৈক স্তম্ভভাবে থাকিয়া) দেখ বৎস, দেখ ;—

চলেছে তোমার রথ, দূরবর্তী ক্রমে ;
মাঝে বনশ্রেণী দূর-উর্দ্ধীকৃত শিরে
চেকেছে নয়নপথ ; তবু তারি পানে
ঘনবাস্পাকুল-দৃষ্টি, (আর কি হেরিবে ?)
বিবশ-বিকল-অঙ্গ, প্রেরসী আমার
ভূতলে পড়িয়া আহা ধূলার লুপ্তিতা,
মেঘে মাথা আমারি রে সোণার বিজুলী ।
না পান দেখিতে কিছু, অশ্রুশূণ্য জীবী ।
সম্মুখে বহিছে গঙ্গা কলকল নাদে
অগাধলিলা, পাছে ঘন বনশ্রেণি ।

কি বলিয়া জাই তোরে বিহারের কালে
কি বলিয়া, শোকতর-ভগ্নকরকণ্ঠে,
আমার জনকী, বৎস, রেখে এলি যবে
গর্ভতর-বিবশারে মে বিজন বনে ?

লক্ষ্ম । (সবাস্পে) হা নির্ভুর আমি! দাদা ভুলুন সে কথা;
মারি আমি মনেতেও মে কথা স্মরিতে।

রাম । (লক্ষ্মণের মুখে দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া)
বল বৎস, আজন্ম সমান—সমানেরও
অধিক হৃৎথের অংশ করেছ গ্রহণ;
শেষ হুই দিন, আর কেন হে বিমুখ ?

লক্ষ্ম । (অধোমুখে গদগদ-কণ্ঠে)
কি বলিব দাদা আমি, কহিলেন আৰ্ধ্যা
যাও পুরে বৎস মোর, যাও তুরা করি,
বড় ব্যাকুলিত আজি মোর আৰ্ধ্যপুত্র
হবেন অভাগী-তরে—

রাম । (সাবেগে) পতিব্রতে! পতিব্রতে! (মুচ্ছা।)

লক্ষ্ম । হা প্রেমের পরিণাম! দাদামশায়, দাদা, দাদা, (বীজন
করিতে করিতে) এখানে তোরা কে আছিস্ রে, শীঘ্র আর।

নেপথ্যে । আজ্ঞা হাই—আজ্ঞা হাই। (সমস্ত্রমে পরিজনবর্গের
প্রবেশ।)

পরিজনগণ । একি, একি, সর্বনাশ, জল, জল, পাখা, শীপিগার।

(চন্দনজল সেক ও ব্যজনসকালনাদি শুভ্রবাকরণ।)

রাম । (সংজ্ঞাসাধপূর্বক উপবেশন।)

লক্ষ্ম । (স্বগত) আঃ প্রাণ পেলাম।

রাম । (দৃষ্টিক্ষেপপূর্বক) তোমরা সকলেই এখানে উপস্থিত।
(প্রতীহারীর প্রতি) তোমার কোন সংবাদ আছে?

প্রতী : আজ্ঞা হী মহারাজ । হুয়ারে দেবদূত পাঁড়িয়ে আছেন, মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকর জন্য ।

রাম : (চিন্তাপূর্বক) হুয়ারে পাঁড়িয়ে, দেবদূত ? না না, দেবদূত ? আজ্ঞা যাও, সম্মানপূর্বক তাঁরক নিরে এস ।

প্রতী : যে আজ্ঞা দেব । (বিজ্ঞাত) :

লক্ষ্মণ : (স্বগত) : ভাল, বিশ্বাস্য উপস্থিত হ'বেও অবতার বাতনা কণেক নির্ধারণ হয় ।

রাম : হুয়ারার অন্তঃকরণ এমনি কলুবিত্ব হয়েছে যে সাধুসামান্য ভ্রমও এসেছে হ'ল না । (চিন্তা) :

(প্রতীহারীর সহ দেবদূতের প্রবেশ ।)

প্রতী : আসুন, এই মহারাজ আছেন ।

দেবদূত : (প্রবেশপূর্বক স্বগত) : এই যে, কুমার লক্ষ্মণও আছেন । (প্রকাশে) মহারাজের অর হোক ।

রাম : স্বাগত মহাভাগ, আসন গ্রহণ কর ।

দেবদূত : (উপবেশনপূর্বক) মহারাজের সর্শনে পরম তৃপ্তিলাভ ক'রলাম । কোন বিশেষ প্রয়োজনোদ্দেশে ব্রহ্মলোক হ'তে মহারাজের নিকট প্রেরিত হয়েছি ।

রাম : অতি সন্তোষের কথা । বোধ হয়, ভগবান্ ব্রহ্মাই কোন আদেশ করেছেন । যদি তা সত্য হয়, আমাদ্বারা তা সম্পাদিত হ'লে চরিতার্থ হবে ।

দেব : মহারাজ অতি বথার্থ অনুমান করেছেন । ভগবান্ ব্রহ্মাই কোন আদেশ আছে । মহারাজদ্বারা তা শিল্পন না হবার কথা কি ? কিন্তু সে বৃত্তান্ত নির্জনে বক্তব্য । আরও তাঁরা অনুমতি এই যে, সে নির্জন মন্ত্রণাকালে যে নিকটে উপস্থিত হবে, তাকেই আপনাতঃ চিত্ত পরিত্যাগ করতে হবে । আপনি সেইরূপই করবেন অথো প্রতিজ্ঞা করুন, পরে নির্দেশ ব্যক্ত ক'রুন ।

রাম । (হুনিমিত্ত সূচনা করিয়া, স্বগত) একি বিধে, আবার কার পরিত্যাগ-হুঃখ আমার সহ্য করাবে ? (চিন্তাপূর্বক) সে সময় যে নিকটে আসবে, তাকেই পরিত্যাগ করতে হবে ! কি ভয়ানক কথা ! যদি কোন পরিজনস্থ ব্যক্তি উপস্থিত হয়, হার নিরপরাধে তাকে, চির-কালের জন্য——আর যদি কোন প্রাণাধিক আত্মীয় বন্ধু বা পৌরজন উপস্থিত হয়, সর্বনাশ ! না, এ প্রতিজ্ঞায় আমি অস্বীকার । অথবা অমঙ্গল আশঙ্কাই আগে করি কেন ? সকলকেই অতি সাবধান, অতি সতর্ক ক'রে দেব । তা হ'লেও যদি অনবধানে অলক্ষ্যে কেহ উপস্থিত হয় ? কি করি । ভগবান্ ব্রহ্মার নির্দেশ, লজ্বনে প্রত্যহার, পবিত্র সূর্য্যবংশে প্রথম কলঙ্ক ! বশিষ্ঠদেবও উপস্থিত নাই ।

দেব । মহারাজ, কার্যের পূর্ব-সূচনার এত চিন্তার প্রয়োজন কি ?

রাম । ভদ্র, মেঘের আড়ম্বর দেখেই অহুমান করা যায়, তার ফল প্রলয় ঝড় বা বৃষ্টিধারা । (স্বগত) হোক, অদৃষ্টেরই অনুসরণ করি । (প্রকাশে প্রতীহারীর প্রতি) যাও, তুমি দ্বাররক্ষা করগে, জনপ্রাণী কেহ যেন বিশেষ কার্য্যাত্মরোধেও এখন আমার নিকট না আসে । (কঙ্কূকীর প্রতি) তুমিও যাও, প্রচার কর, আমার পুনরাজ্য ভিন্ন এখানে কারও প্রবেশ নিষেধ । (সাধারণের প্রতি) তোমরা সকলেই আমার এ আজ্ঞার অন্তর্কর্ত্তী । সাবধান, সাবধান ।

সকলে । যে আজ্ঞা দেব । (নিজান্ত)

রাম । ভদ্র, তোমার কথায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম । এখন বোধ হয় বক্তব্য প্রকাশের বাধা নাই ?

দেব । মহারাজ, কুমার লক্ষণকেও এ স্থান থেকে যেতে হবে ।

রাম । সে কি ভদ্র, আমার প্রাণকেও কি শরীরে হ'তে প্রস্থান করতে বল ?

দেব । (সাক্ষতে) মহারাজ, ভগবান্ ব্রহ্মার আজ্ঞার অবজ্ঞা-প্রকাশই কি অভিপ্রেত ?

লক্ষ্ম । (স্বগত) কি বিপদ ! আমার সর্বনাশের জন্যই এ আজ্ উপস্থিত হ'ল নাকি ? হোক । (প্রকাশে) অর্থা, ভগবান্ ব্রহ্মার আদেশ লঙ্ঘনে কায নাই । দ্বাররক্ষাকার্য্য আমিই করিগে । আজ্ দ্বারপালের কার্য্য অতি কঠিন কার্য্য হ'তেও কঠিন, স্মতরাং আমাদেরই কর্তব্য ।

রাম । যাবে যাও বৎস, সব হোক সুরক্ষিত,
কিন্তু প্রাণ কেন তবু কাঁদে অকারণে ?
যা হোক, আপনা ভাই রাখিও আপনি,
চণ্ডাল রামের নাহি অসাধ্য ভুবনে ।
কুলকীর্তি-ধর্ম্ম তার শুদ্ধ আপনার,
ভ্রাতা, ভাৰ্য্যা, আত্মা কেহ নহেক তাহার ।

সেব । (লক্ষ্মণের প্রতি) তবে আপনার আর বিলম্বের অপেক্ষা দেখুচিনে, অল্পমতি পেয়েছেন ।

লক্ষ্ম । (স্বগত) এ কি ক্রুর রাক্ষস ! (ধীরে ধীরে নিজ্রাস্ত ।)

রাম । আমাদের মঙ্গলগৃহে উপবেশন করলেই ভাল হয় না ?

সেব । যে আজ্ঞা । (উভয়ের উত্থান ও নিজ্রমণ ।)

ইতি দ্বিতীয় অঙ্ক ।



তৃতীয় অঙ্ক ।

অযোধ্যা—রাজ্যভূমিঃপুত্র ।

(মায়ার প্রবেশ ।)

মায়ী । দেবী জো বলেন, “বা মায়ী, একবার অযোধ্যানগরে, পৃথিবীতে সে বড় সুন্দরপুরী, স্বর্গভূমি । ” সে দেখে আর, আর্ধ্যপুত্র কেমন আছেন, আর ত্রুক্ষা যে উপায় করবেন বলেছিলেন, তারই বা কতদূর হ’ল । ” তা দেবীর তো বলা সহজ, কাৰ করা যে কতদূর কঠিন, তা তো তিনি জানেন না । সহজের মধ্যে তিনি এই ক’রে দিয়েছেন, যে রাজ্যে আমাকে দেখতে পাবে না । তা এতে সুবিধাই বা কি হয়েছে । অযোধ্যার রাজসভাগার, বহির্ভবন, বিভাসভবন, দেবারতন এতক্ষণ ঘুরে ঘুরে তো কিছুই কণ্ঠে পারলাম না । কেবল কোলাহলে বাড়ী পরিপূর্ণ, যেন কি বিপদ হয়েছে ! কি যে হয়েছে, তা তো কেউ বলে না । পুরুষমানুষসমূহের কাছে কথা পাওয়াই ভার । তা এ অভ্যুপরে এসেও যে কিছু করতে পারচিনে । (নিরীক্ষণপূর্বক) হয়েছে, এই যে দুই দিক্ থেকে হুটী মেয়েমানুষ এসে মিল্ল, গল্পও আরম্ভ করেছে ; এরা কথায় কথায় কি ওকথা কিছু তুলবেনা ? শোনা যাক্ দিকি । (অগ্রসরণ ।)

(দুইজন দাসীর প্রবেশ ।)

প্রথম । তাড়াতাড়ি যে কেন, তা আর কি বলব । (ব্যস্ততার সহিত) তা দুই একটু দাঁড়া ভাই, সব কথাই এসে বল্চি ।

দ্বিতীয়া । না না, তা হবে না, দুই আগে আমাকে ব’লে আমার মনুটা শান্ত ক’রে যা ।

প্র । দুই আমাদের বিপদের কথা কতক শুনিচিস্তো ?

মায়ী । আহা, বিপদের কথা ? তা তাই শুনবারই আমার ভার হয়েছে ; কি করব !

ছি। শুনিচি বইকি। দেবপুরুষের সঙ্গে নিজ্জনে মহারাজের কি পরামশ হচ্যে, সেখানে কারও যাবার যো নেই, যে যাবে তখনি তাকে মহারাজ একবারে ত্যাগ করবেন, তাই কুমোর নক্ষত্র দুয়োরে পাহারা দিচ্যেন, এই পয্যন্ত তো শুনিচি। তার পর হটাৎ একি গোলমাল হল ? সকলের মুখে হায় হায় শব্দ, সবাই বল্চে মহারাজের কি সন্ধানশ হয়েছে, এ কাণ্ডখানা কি ?

প্র। কাণ্ডখানা আর কি, আমাদের মাথা আর মুণ্ডু ! পোড়া-কপালে দুস্বাসা ঋষি কোথায় ছিল—কুমোর দুয়োরে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় হটাৎ এসেই বলেন, যে শীগির মহারাজকে ব'লে এস, তাঁর সঙ্গে সাক্ষেত করা আমার ভারি আবিশ্রুক হয়েছে।

ছি। তার পর ?

প্র। তার পর আর কি, কুমোর মহারাজের পিতিজ্ঞের কথা ব'লে যত একটু তাকে বিলম্ব ক'ত্তে বলেন, ততই সে জেদ ক'ত্তে নাগ্ল, যে এখনি তোমাকে যেতে হবে। জেদ তো এমন তেমন নয়, বলে, না যাও তো শাঁপ দিয়ে রাজ্যিগুদু সব এখনি ছার খার ক'রে ফেল্বে।

ছি। (গালে হাত দিয়া) আ মলো সন্ধানেশে ! তার পর কা'কে দিয়ে মহারাজের কাছে সম্বাদ দিলেন ?

প্র। কাকে দিয়ে আবার সম্বাদ দেবেন ? মহারাজের নিষেধে কি সে তল্লাটে আর জনপ্রাণী কেউ ছিল ? তা রাজ্যিগুদু সবার বিপদ দেখে কুমোর আগ্নিই গেলেন।

ছি। (সাবেগে) ওমা সে কি ? তবে কি মহারাজ কুমোরকে জন্মের মতন ত্যাগ করলেন ?

প্র। চুপ্ চুপ্, আন্তে। একথা এখনো রাণী-মা'রা কেউ শোনেন নি।

ছি। (সখেদে) ওমা একি সন্ধানেশে কথা ! আহাহা, এমন ভাই হারালেন ? মরি মরি মরি ! (সরোদনে) আমাদের মহারাজের ভাই কি হ'ল দেখ্দি কি। আ বিধেতা !

প্র। আহা, কঁাদিস্নে লো কঁাদিস্নে। একেই আমি চ'খের জল আটকাতে পাচ্চিনে। কেঁদে কি হবে বল, যা হবার তাই হ'ল। বাই, সেজো রাণীমাকে ডেকে দিইগে।

দ্বি। এমন মা-বাপের বিপদ দেখে কি না কেঁদে থাকা যায়? যাই, এখান থেকে যাই। ওঁদের কাছে আর যেতে পারব না। আমরা মরি, ভাইই সর্বস্বধন, কোন্ প্রাণে সে ভাইকে বিদায় দিলেন? সে সময় মুখে কি আর কথা কইতে পেরেছিলেন?

প্র। আহা সে কথা আর কেন জিজ্ঞেসা করিস্নো, পাষাণে বুক বেঁধে বলেছিলেন আর কি! কিন্তু যা শুন্‌লাম, শুনে আশ্চর্য্য হবি ভাই, সে সময় নাকি মহারাজ একটু কাতর কি একটু অস্থির হন নি। অশ্মেলান-মুখে বল্লেন, ভাই আমার, জন্মের মতন আজ তোমায় বিসজ্জন ক'ল্লাম। হে ধন্য তোমার জয় হোক।

দ্বি। আহাহা দেবতা গো দেবতা, মাল্লবের মুখ দিয়ে কি এমন কথা বেরোয়! তার পর কুমোর কোথায় গেলেন?

প্র। তার পর মহারাজের কাছে বিদেয় হয়ে এই অন্ধরে এখনি আস্‌চেন। তাঁর কথাতেই তো সেজো রাণীমাকে ডাক্তে যাচ্চি।

দ্বি। ওমা তবে যাও, আর বিলম্ব ক'র না। আমিও যাই।

(দাসীদ্বয় নিজান্ত।)

মায়। আহা, এমন ভাই ত্যাগ করা কি সামান্য কষ্ট! তা অদৃষ্টের নির্বাক, দেবতার চক্র! কি করবেন? কিন্তু হায়, দেবতাদের কাষ কি এত নিষ্ঠুর? কেন, অন্য কোন উপায়ে ভগবানকে বৈকুণ্ঠে নিয়ে গেলেই তো হয়। তাঁদের তো সকল শক্তিই আছে, তবে জেনে শুনে এত কষ্ট দেওয়া কেন? ষাঁর কষ্ট দেখে সামান্য মাল্লবেও কঁাদে, তা দেখে তাঁদের প্রাণ কঁাদে না? আমি ঐ দু'খেই মরি। মক্‌ক্‌ গে, আমি ওসব ভাবলেই বা কি হবে! (স্মরণপূর্ব্বক সকৌতুকে) একবার কুমারকে দেখে যাই, অন্তঃপুরেই যখন এইচি। (পরিক্রমণ ও নিরীক্ষণপূর্ব্বক) ঐ যে, ঐ ঘরে উনিই বুঝি।

অন্তঃপুর—লগ্ননগৃহ।

(চিন্তামগ্ন কুমার লক্ষ্মণের প্রবেশ।)

লক্ষ্ম । (সোৎকর্ষে) কেন এত বিলম্ব না জানি প্রেয়সীর ।

(সবিধাদে) হার কেন আজি অন্য দিনের মতন
বিষাদিত হই আমি বিলম্ব দেখিয়ে ;
যে টুকু বিলম্ব আজি তাই তো মঙ্গল
প্রেয়সীর মোর ! আহা পড়িবে তো বজ্র,
ধাক্ ছই চারি দণ্ড !

মায়া । এই তো কুমার ! আহা ! মুখখানি একেবারে শুকিয়ে
গিয়েচে । (শব্দাহুসারে পশ্চাদ্ভাগে নিরীক্ষণ করিয়া) এই বুঝি
উন্মিলাদেবী আস্চেন । স'রে দাঁড়াই । (তথাকরণ ।)

(উন্মিলার প্রবেশ ।)

উন্মি । (সহাস্তে) অসময়ে ? একি ভাগ্য !

লক্ষ্ম । (আত্মসংবরণ করিয়া) এস প্রিয়ে এস ।

উন্মি । (নিরূপণপূর্বক স্বগত)

একি, এত গ্লান মুখ ! দোহাই বিধাতঃ,
চাহি না সৌভাগ্য, মেন বিপত্তি না হয় ।

(প্রকাশে) কি হয়েছে নাথ ?

লক্ষ্ম । (অব্যবহাকুলিতচিত্তে) না এমন কিছু, উঁহ
তীক্ষ্ণরে কেন পুষ্পাবৃতি ? ব'স বলি ।

(স্তব্ধভাবে অবস্থিতি ।)

উন্মি । (সকাतर্যে) বল নাথ, বিলম্ব ক'র না, বল বল,
কি হয়েছে ?

মায়া । আহা এ কাতরাণি যে আর দেখা যায় না গা !

লক্ষ্ম । বলি প্রিয়ে, বলিবারই তরে

এসেছি তোমায়, কিন্তু বলিবার নহে ;

বিদায় আমারে আজি এ জন্মের মত
দেহ প্রিয়ে, এই ভিক্ষা এসেছি মাগিতে ।

উন্নি । (সচকিতে) সে কি নাথ, এ যে প্রাণঘাতী পরিহাস !

পরিহাসও মিথ্যা তো শুনিনি তব মুখে ?

মায়া । (সাশঙ্কে) ওমা সাধে সাধে কেন এলাম এখানে ।

লক্ষ্ম । সরলে, পরিহাসেরও নহেক সে ভাগ্য !

মিথ্যাও নহেক, সত্য, কিন্তু সত্য এত

কঠোর নিষ্ঠুর মূর্তি, হেন উগ্রভাব,

কখন ধরেনি বুঝি ।

উন্নি । (আবেগ-বিকৃতস্বরে) সে কি, সত্য ? নাথ ! (মুচ্ছা)

মায়া । (বিচেতনভাবে অবস্থিত ।)

লক্ষ্ম । জাগাও রে বিধে, তোর যন্ত্রণা দিবার

সময় যেতেছে ব'য়ে,

(প্রকৃতিস্থ হইয়া)

অহো দিক্, একি !

আমারি' সে প্রিয়া, আমি সমক্ষে জীবিতে

সমর্পি বিধিরে ! উঠ প্রিয়ে, উঠ উঠ,

ভর কি ? এই যে আমি প্রিয়ে তোমারি তো

এই আমি, উঠ উঠ—

উন্নি । (সংজ্ঞালাভ করিয়া বিহ্বলভাবে) যেও না প্রাণেশ,

কি করেছি অপরাধ, নাথ, না জানিরে

কি করেছি—ক্ষমা প্রভো—ক্ষমা হবে না কি ?

অবলা, অজ্ঞানা, নাথ, দাসী—(রোদন)

লক্ষ্ম । ক্ষম প্রিয়ে, আর শাস্তি দিও না আমারে ।

নিষ্পাপা নিরপরাধা তোমার এ আমি

হতভাগ্য ত্যজিতেছি, তুমিই ক্ষমিও ।

এ পাপের সঙ্গে আর থেক না মূর্ত্ত, —

বিদায় সস্ত্রতি—

উর্ষি । (পদতলে পতিত হইয়া) নাথ বলো না বলো না,
 শুনিতে পারিনে, হায় বিধি কি করিলি,
 একি হ'ল ! কিন্তু নাথ, কেমনে রহিবে,—
 দেব রঘুপতি, তাঁর তুমিই যে প্রাণ—
 তাঁরেও ত্যজিবে—

লক্ষ । (সাবেগে) প্রিয়ে উর্ষিলে, এ জন্মে
 হারিয়েছি দাদারে তো—(মুচ্ছা)

উর্ষি । (রোদন করিতে করিতে) ওমা একি হ'ল !
 নাথ নাথ, ওগো তোরা কে আছিহু হেথা—
 বাঁচা নাথে, উঠ নাথ—এখনি দাসীরে
 ত্যজ তুমি—

মায়া । (প্রবুদ্ধ হইয়া) উঃ আর পারিনে তো আমি । (অপসরণচেষ্টা)

(সমস্ত্রমে দাসীগণের প্রবেশ ।)

মায়া । (সসঙ্কোচে পুনর্ব্বার স্বস্থানে দণ্ডায়মানা ।)
 দাসীগণ । কি হ'ল, কি হ'ল ওমা একি ! সর্ব্বনাশ !
 জল, জল, পাখা—(শুশ্রূষাকরণ ।)

লক্ষ । (সংজ্ঞালাভ করিয়া) ভয় নাই, স্থির হও ।

(দাসীগণের প্রতি দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক)

তোমরা এখন একটু—(দাসীগণের অপসরণ ।)

উর্ষি । প্রাণ তো পেলাম ;
 কিন্তু কি বলিলে নাথ হারিয়েছ তাঁরে—

লক্ষ । শুন নাই দ্বাররক্ষাবৃত্তান্ত আমার ?

উর্ষি । তবে কি তুমিই তাঁর প্রথম সম্মুখে
 পড়েছিলে ?

লক্ষ । তা না হ'লে হেন সর্ব্বনাশ !

উর্ষি । ওমা তবে সত্য সত্য হারালাম—(মুচ্ছা)

মায়া । (চীৎকার করিয়া) ওমা কি হ'ল, কি হ'ল !

লক্ষ । (উর্ধ্বে অবলোকন করিয়া)

চিত্র-দেবগণ, বুঝি তোমাদেরও বন্ধ:
বিদীর্ণ হইল, আমি সমান অক্ষত,
অটল, অকম্প, ধিক্ ! এ চণ্ডাল-করে
কায় কি দয়ায় আর্ঘ্যে উঠ, উঠ প্রিয়ে !

(ক্রোড়ে ধারণ করিয়া চন্দনবারিসেক ও বীজন ।)

উর্দ্ধ্বি । (সংস্তালাভপূর্বক উপবেশন করিয়া)

আবার চেতনা, হায় কি হ'ল আমার !
বিধাতা—নিষ্ঠুর, তুমি কোন্ বজ্র দিয়ে
করেছিলে এ কঠিন প্রাণের নির্মাণ ?
কি করিব নাথ আমি, নাথ—অভাগিনী !

মায়া । আহা আহা বিধাতা, স্নেহের নাম ক'রে
কেন এত হুঃখ দেওয়া তব ? মরি মরি !

লক্ষ । (উর্দ্ধ্বিলার অশ্রুমার্জনাপূর্বক)

প্রিয়ে বীরপত্নী তুমি, রঘুকুলপত্নী ;
কেন এ সময়ে—জীবনের শেষ ক্ষণে,
নির্ব্বোধ আমায় কর ? জিন শোকহুঃখে ।
সবই অন্ধকার, অবসান অন্ধকারে ;
কভু জগৎ-আলো, যেন বরষায় সূর্য্য !
ভুবি নিশ্চয়ই, নয় ঘটনার মেঘে
ভুবিল সমুদ্রে কিছু, কি ফল বিবাদে ?
তবু এ আঁধারে তব আলোক-অঙ্কুর
রহিল সে চন্দ্রকেতু, থে'ক তাই চেয়ে ।

নেপথ্যে । মা আমার কোথা গো ?

উর্দ্ধ্বি । (কিঞ্চিৎচঞ্চরে) এই যে বাবা আমি,
যাই ধনমণি !

(লক্ষণের প্রতি সন্দেশ্যে) আমি আসি আর্ধ্যপুত্র,
দেখুক তোমারে বাছা আমার ক্ষণেক,
এই আসিতেছি—(প্রস্থিতা)

মায়ী । (আকুল অন্তঃকরণে) ওমা আবার কি হবে !

লক্ষ । আর কেন বন্ধন ? এখনি বিসর্জিত্রে
জীবাত্মা—বন্ধনপাত্র, ফুড়াই যন্ত্রণা !
সংসার, পলাও আজি মোর চক্ষে থেকে ।

(গাত্রোথানপূর্বক) মা'দের চরণ তবে শেষ দরশন
করি আজি বারেক ।

(দর্শন ও প্রণতিপূর্বক) হায় মা, তোমাদেরও
চিত্রমূর্তি শেষ এবে ! আশীষ জননি,
তোমার সন্তান যেন যশের শরীরে
রাখিয়ে অক্ষত, প্রাণ বিসর্জিতে পারে ।
(নিজ্জান্ত ।)

মায়ী । (সোহেগে) ওমা একি করিলেন ! এখনি যে দেবী
আসিবে উন্মিলিা ছেলে লয়ে ! অভাগিনী !
কেমনে সে শূণ্য ঘর দেখিবে, আমরা
চিরশূন্য ঘর ! আমি তা তো পারিব না,
পলাই এ স্থান ছেড়ে, এ যে বধ্যভূমি !
(গমনোপক্রম ।)

(একজন দাসীর প্রবেশ ।)

মায়ী । (সভয়ে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন ।)

দাসী । (ইতস্ততঃ অবলোকন করিয়া) ওমা কোথায় গেলেন ? এখানে
তো কুমার নেই । সে কি, সেজো মা বল্লেন, যে এই ঘরেই
আছেন । যাই তাঁকে বলিগে দিকি । (প্রস্থিতা)

মায়ী । (সাক্ষনেত্রে) যাও, আর কি বলিবে, সব ফুরিয়েছে !
(সকলে নিজ্জান্ত ।)

ইতি তৃতীয় অঙ্ক ।

চতুর্থ অঙ্ক ।



(আকাশপথে মায়ার প্রবেশ ।)

মায়া । (সখেদে) পরহুঃখ ভুঞ্জিবারে বুঝি বা হৃদয়
হয়েছিল, পরহুঃখে অধু কাঁদিবারে ।
পরই বা কে ? আহা জীবে সবই তো সমান !
কাঁদিব না ? কেন বা অশ্রুরই স্রষ্টি তবে ?

(সবিস্মরে) ভা'রের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিবার তরে
আপনারে চিরহুঃখী করিলা আপনি !
আর ভ্রাতা সে ভায়েরে করিলা বর্জন,
প্রতিজ্ঞার ধর্ম তবু নারিলা বর্জিতে ;
জীবন ত্যজিতে কিন্তু প্রস্তুত এখনি ।
স্বর্গভূমি অবতীর্ণ দেখিছু ভুতলে !
কিন্তু বড় দুঃখ, বড় দুঃখ পৃথিবীতে !
এত কেন বিধে, এত অধিক কেন বা
করিলে ! করিলে যদি, তবে কেন তুমি
এ মহাপুরুষগণে পৃথিবী-নিবাসী
করিলে হে, এ হুঃখের-পৃথিবীনিবাসী !
দিক্ এত অবিচার অদৃষ্টের রাজ্যে !

(নিম্নে কোলাহল শ্রবণ করিয়া)

ও কি, হাহাকার শব্দ ? আবার কি হ'ল ?

(কর্ণপাতপূর্বক) কি হয়েছে ? সরযুতে কুমার লক্ষণ
জীবন ত্যজিলা, তারই হাহাকারধ্বনি ?
আহা আহা কি শুনিছ, একি সর্বনাশ !
হা মহাপুরুষ ! হা রামময়-প্রাণ !

মরি মরি, এ যে হৃৎক সহনে না যায় ।
হা পৃথিবী, কি রতনে তুই হারাইনি !
হার এমনি বা বুঝি সবই ক্রমে ক্রমে
যায় হেথা ! নাঃ, আর পারিনে ভিত্তিতে !
এ হৃৎক-সাগরে আর কার সাধ্য থাকে ?
যাই চ'লি—

(কিকিৎ উর্জগতি অভিনয় করিয়া, অরণপূর্বক)

ওহো যার ভরে হেথা আসা,
জারেই বে ভুলিলাম দেখিতে, কি ভ্রম !

(বিতর্কপূর্বক) কিই বা দেখিব ? সবই মনে মনে আমি
দেখিতে পেতেছি, দেব আছেন যে ভাবে ।
তবুও দেবীর আজ্ঞা ! যাই—দেবি, কিন্তু
কেমনে দেখিব ? দেবি, দরাবতী তুমি
কেন হেন আজ্ঞা হার করিলে আমারে !

(ভূতলে অবতরণপূর্বক)

এই তো ভবন, কই কলরবমাত্র
শুনিনে তো, হেথা বুঝি নাহি কেহ তবে ।

(নিরূপণপূর্বক)

না, গৃহমাঝে এ যে অনেকে বসিরে ।

(সবিস্ময়ে) এমন নিঃশব্দে ! তবে রঘুপতি বুঝি

* থাকিবেনও হেথা ; দেখি—

(পরিক্রমণ ও নিরীক্ষণপূর্বক) তাই তো ! হয়েছে,
উনিই সে রঘুপতি, তা না হ'লে আর
যুড়ার এ চক্ষু হেন ?

(অগ্রসর হইয়া সবিস্ময়ে) ওঁরই না অন্তরে
সে অলঙ্কার শোক তাপ ? উঃ কি গভীর !
কি গভীরমূর্তি ! বন্য, মাহুবেও তুমি

সেই দেব সত্য ; যাই, দাঁড়াই আঁড়ালে ।
 (সবিতর্কে) না, আমারে তো কেউ দেখিতে পাবে না,
 মিছা কষ্ট এতকণ ফুগিয়ায় ! হোক ;
 রাজস্থান, সাবধানে থাকাই সে ভাল ।
 (উপযুক্ত স্থানে দ্রতায়মানা ।)

(যথাসনে উপবিষ্ট রামচন্দ্র, বশিষ্ঠদেব, ভরত,
 শত্রুঘ্ন, কুশ, লব ও পরিজনবর্গের প্রবেশ ।)

বশিষ্ঠ । মহারাজ, আকৌয়ার কাল আপনি ঐশ্বর্যের প্রতিক্রম ব'লে
 লোকে খ্যাত আছেন । অতএব সে বিষয়ে আপনাকে কোন উপদেশ-
 কখন পুনরুজ্জীবিত—

রাম । (অশ্রুজি অভিনয়পূর্বক)

প্রতিজ্ঞাক্রমে ডর এ কম মুহূর্ত,
 অর্জ প্রাণ ত্যজি আমি রয়েছি জীবিত ।
 তবু বা কেমনে আছি চেতনারে ল'য়ে !
 বিকৃত প্রাণে মম ! আমি নিষ্ঠুরতে,
 পূর্ণ-আরিপত্য-ফুগি হেন কত বুরি
 পাও নাই, রামচিহ্নে যেমন পাইলে ।

বশি । মহারাজ, আপনাকে উপদেশ্য আর কি আছে ? তথাপি
 বিপৎকালে বুদ্ধিবৃত্তি কলুষিত হয়—

রাম । (লবিনরে) ভগবদ্, আজন্ম এ দালকে উপদেশদানে চরিতার্থ
 করেছেন । এখন আমি উপদেশ দেন, কি প্রকারে বৎসের বিরহ-মজ্জণা
 নির্বাণ করি ।

বশি । মহারাজ, আপনার বিজ্ঞাত করায় আপনি কঠিনক অবধান
 করুন ; আমি পুনরুজ্জীবিত । দেব, পুত্র-প্রাণ-ত্যাগের সংসার সারার
 রচনামাত্র । বস্তুতঃ, সকলই অলব্ধের ন্যায় ক্ষণ-বিনয়, মুহূর্ত মধ্যে
 সেই অদ্বিতীয় অনন্ত নবুজ্জীবিত হয় । সেই অসন্ত সমুদ্রের বুদ-দ-

বিলান বা অনন্ত ক্রমের কীলাপ্রপঞ্চরূপ শরীরিসমূহায়ের অনোন্মায়-
রক্ষা নিমিত্ত মায়াবন্ধনের দৃষ্টি । অনোন্মায়ের বিয়োগ-মোহে শরীর-
পাত তার উদ্দেশ্য নয়, বিশেষতঃ আত্মদর্শী জনের পক্ষে তা উপযুক্তই
নয় । কারণ, এ মায়াবন্ধন অজ্ঞান ব্যক্তির সমক্ষে লৌহনিগড়ের ন্যায়
হর্ভেদ্য, কিন্তু আত্মজ ব্যক্তি হৃদয়দৃষ্টিতে সে মিথ্যাবন্ধনের গ্রন্থি বিমোচন
ক'রে অনায়াসে নির্কৃতিলাভে সমর্থ—

রাম । গুরুদেব, শোকের অন্ধকারে আমার দৃষ্টি অন্ধ । আরও
আমি এ শরীরে দিব্য দৃষ্টি লাভে অপ্রার্থী, এ আত্ম-বসতি মায়াময়
লীলাহর্য্য ভুমিসাৎ ক'রতে অনিচ্ছু । কৃপা করুন, আমার দেহরক্ষার
নিমিত্ত বৃথাপ্রয়াসে নিবৃত্ত হোন্—ভগবন্, আমার আত্মা পলায়ন
করেছে । দাসের এই শেষ প্রণতি । (প্রণতিকরণ ।)

বশি । (স্বগত, দবিস্মরে)

অহো ভ্রাতৃ-প্রেম ! অহো শোক-বিষদংশ !

রাম । বৎস ভরত-শক্রয়, আমি এ সংসার হ'তে বিদায় হ'লাম ।
এখন এই আমার চরম আশীর্বাদ, যেন ব্রাহ্মের দাতন। তোমাদের শরীর
না স্পর্শে । আধিব্যাধিশূন্য সুদীর্ঘ জীবন দৌরজ্যস্বখভোগে অতি-
বাহিত কর । আমার নিমিত্ত ব্যথিত হয়ো না ।

বিরহে ব্যাকুল বৎস লক্ষণ আমার,

বুঝি গ্লানমুখে তার বহে অশ্রুধার ।

আর না ; অর্দ্ধেক আত্মা, তাহে আবরণ

নাহিক, এ শূন্যভাব ঢাকে না কখন ।

(অন্যমনে) যাই বৎস, দূর পথ—অজ্ঞাত—একাকী
যেয়ো না, বাওনি কোথা আমা দূরে রাখি ।

ভরত-শক্রয় । সে কি দাদামশায়, আপনার অভাবে আমাদের
রাজ্যস্বখভোগ ? ষিক্ সে অমায়ুষ রাজ্যে ! আপনি যেখানে যাবেন, সেই
আমাদের রাজ্য, আমরা আপনার অঙ্গগামী । বৎস কুশ-লব সম্পূর্ণ সক্ষম
হয়েছেন । আমাদের প্রার্থনা, তাঁদের প্রতিই রাজ্যভার অর্পিত হোক ।

রাম । তাই হোক, কথাটি, আর এ আমাতে
 নাহি প্রমোদনশক্তি । নব নৃপ-তরে,
 সৰ্বহিতবিধানে রহিল কুলগুরু,
 আমার অধিকরণে ; দেহ আজি মোরে
 শেষ স্বাধীনতা ; বড় জলে অস্তরাত্মা,
 দেখি যদি সরযুতে মুড়ার এ জালা ।

(গাজোখানপূর্বক, কুশ-লবের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া)

দলিত লতার শেষ চিহ্ন কুল ছুটী !
 হার, নামমাঝে ছিল যে আশ্রয়তরু,
 তাও বার, ধুরো, এবে আপনার পদে
 আমার এ ছুটী, দেব,—

কুশ-লব । (ক্রন্দন করিয়া) বাবা, বাবা, কোথায় যাবেন ? আমরা
 সঙ্গে যাব, আপনি একলা যেতে পাবেন না—

রাম । এস বধিরতে, এস তিমির সম্ভ্রতি,
 মুহূর্তের তরে ; না না, তাই গেল কোথা ?
 এস না মুহূর্ত, বৎস গেল কোন্ পথে ?

(বেগে নিজাক্ত ।)

ভরত-শত্রুঘ্ন । একি একি, দাদা, দাদা, দাঁড়ান, দাঁড়ান, আমরা
 বাই, আমরা—(নিজাক্ত ।)

পরিজনাদি । সর্বনাশ, সর্বনাশ ! শীগির, শীগির—(নিজাক্ত ।)

বশিষ্ঠ । (শোকভয়কণ্ঠে)

বিব্রাতঃ বিধাতঃ নিদারুণ, কি করিলে !

সহস্রের একমাত্র জীবনে হানিলে !

শত দীপে এক ঝল্লাবাত্তে নিবাইলে !

অন্ধকার—চির অন্ধকার—চিররাত্রি—

এ চিরশ্মশান কেন সৃজিলে বিধাতঃ,

কোন্ পাপে মর্মে মর্মে দহিতে জীবিতে ? (অশ্রুমোচন ।)

(দূরে হাহাকারকানি শ্রবণ করিয়া।)

ওকি শুনি, হাহাকার ? কতান্ত, তোমা'রি
ও বিজয়ধ্বনি ! অহো সংসার-বিরহ !
বিশাল তড়াগ, পূর্ণ জুগভীর নীরে,
এক্স কমলবন মধ্যাহ্ন-মিহিরে ;
সহসা প্রমত্ত হস্তী কালান্তক সম
প্রবেশি তথায় যথা আলোকে নির্মম,
সনালে সম্মলে ছিড়ে শত শতদল,
ব্যাকুল সশব্দে উড়ে জলপক্ষিদল,
হার রে এ রঘুকুলে আজি সেই মশা,
অকালে, নির্মূল আশা, নির্মূল ভরসা !
অন্তগত চন্দ্র, দিক্ অন্ধকারময়,
অঁধার গগনে জ্বলিছে ভাসে তারাচয় !
হাহাকার-শব্দাকুল পুরবাসিগণ,
প্রতিশব্দে কান্দে সৌধ গভীর-ভীষণ !
আর কি ভীষণ, বিধে, পার দেখাইতে,
দেখাও নিষ্ঠুর !—আর আছে যাহা চিতে ।

(নয়নমার্জিতনপূর্বক নিজ্রাস্ত ।)

মারা । (উদ্ভ্রান্তচিত্তে) ও যা একি দেখলাম আমি, কি দেখতে এলাম !
সর্বনাশ হ'ল যে ! হা রঘুনাথ, পূর্ণচন্দ্র, অযোধ্যার পতি !

মরি মরি, বিধাতা—বিধাতা—নিদারুণ,
এ চন্দ্রের অন্ত দেখায়োনা, দেখায়োনা !
রাখ রাখ দেব, রাজ-রাজে সিংহাসনে,
কিছু কষ্ট হবেনা দেবীর, রাখ রাখ !

(রোদন করিতে করিতে জনতাতিমুখে ধাবমানা ।)

(সকলে নিজ্রাস্ত ।)

ইতি চতুর্থ অঙ্ক ।

পঞ্চম অঙ্ক।



ঐকান্ত্যধাম।

(একটী জ্বালোকের প্রবেশ।)

জ্বী। (সান্ত্বনাসে) মায়া কি উদ্দেশ্যেই বা পৃথিবীতে গিয়েছে, কিই বা ক'রতে ! (সান্ন্যকক্ষে) আহা, সৃষ্টির সর্ব-স্বকুমার উপাদান-ভাগ ! শোকাভূরা বনদেবতার ছায় বিচেতনে বাস্পাঙ্কনয়নে ভ্রমণ ক'রে ক'রে বেড়াচে। তা মায়াবন্ধনের এরূপ স্বকুমারতা অথচ এরূপ হৃৎশোচ্যতাই একান্ত আবশ্যক। অন্যথা বিশ্বসৃষ্টি নিরর্থক হ'ত। যাক্, এখন আমি মায়া হয়ে কি করতে পারি দেখি দিকি। (চতুর্দিক্ নিরীক্ষণপূর্বক সোলাসে) প্রকৃতি দেবি ! নিত্য শোভা তোমার এধামে, ধরাতলের মত চঞ্চল নয় ;—

নিত্য হাসি ফুলদল স্নিগ্ধসমীরে,
দিগন্ত আমোদি গঞ্জে দোলে ধীরে ধীরে ;
ধরধরে কাঁপে ফুল নদর পল্লব ;
নিত্য সে বসন্তসখ প্রকাশি গরব,
কুহকুহ-কণ্ঠে কুঞ্জে করে জাগরিত
মুগ্ধ মনোভাবে যেন ললিত-ললিত !
নিত্য সে বসন্তলক্ষ্মী প্ররুচ-যৌবনা,
না আছে জরার জালা, মালিন্য-যাতনা।

তাই কি আজ এত ভাল লাগে ? না দেবি, তুমিও কালান্তে নয়নে নূতন ভাব দেখাও। অথবা—

স্বভাব-সুন্দর ভাব ধরে যেই জন,
নিত্য সে নূতন কাঙ্ক্ষি করে রিকসন।

(চিত্ত সংযত করিয়া) আ অর্ধেক্ষা, এত কাল কোথায় ছিলে ? এই টুকু গমনের বিলম্বও কি অসহ্য হ'ল ? (পরিক্রমণ)

(প্রতিহারীর প্রবেশ ।)

প্রতি । (নিরীক্ষণ করিয়া) একমনেই চলেছেন যে, কোথায় গিয়েছিলেন মারাঠাকরুন ?

স্ত্রী । (হাস্যপূর্বক) তোরা কি তা জামিলনে ? (সোৎকর্ষে) দেবী কেমন আছেন, কোথায় আছেন, কি করছেন ?

প্রতি । ওমা মা ! একদণ্ড গিয়েছেন তাইতেই এতো—

স্ত্রী । (বিরক্তির সহিত) আঃ পরিজনের কি চপলতা ! (স্বগত) না, এর দোষ কি ? আমার কালপরিমাণ এরা কি জানে ?

প্রতি । (স্বগত) এঁর এ নূতন ভাব দেখছি যে ! (প্রকাশে অসন্তোষের সহিত) তিনি ঐ আনন্দ-সৌধে আছেন ।

স্ত্রী । (সোৎসাহে পরিত্রমণপূর্বক) এই তো আমন্দ-সৌধ । (অগ্রে দৃষ্টিপাত করিয়া সহর্ষে) এই বে দেবী ! (অগ্রসর হইয়া সহর্ষধ্বনে) আহা, একি মনোভাব হয়েছে !—

বিবাহ মাঞ্চার কেস অবরের দলে,
হেসিয়ে পতিত দণ্ড দাম করতলে,
এদারে পড়েছে বেণী ভুজঙ্গী-আকার,
আমরি হৃদয়ের তলু হৃদয়ের আগার !

(মিস্তকে পার্শ্বে দণ্ডায়মান ।)

(যথোক্তরূপে কমলা ও পরিজনাদির প্রবেশ ।)

কমলা । (গণ্ডগল হইতে হস্ত নায়াইরা প্রকুলভাবে) সখি, আমার মনে হঠাৎ আজ একি আত্মাক্রান্তি হ'ল ! কামা নিশ্চয় এসে আমার স্নানদান দেবে । (সোৎকর্ষে) কতক্ষণ আসবে ?

স্ত্রী । (স্বগত) বহুকাল পরে আজ অমৃত পান ক'রলাম ।

কমলা । (সহর্ষে) দেবি, কতদিন পরে শু মুখখানিতে হাসি দেখে বাঁচলাম । মারা প্রল ব'লে । আপনি আমন ক'রে আর অহুখে থাকবেন না । ভালোই আপনাই তো পাওয়া গিয়েছে । বিলম্ব হচ্ছে, তা

ভর কি ? সে তো হুহু হুহু আর সেখানে ব'লে থাকবে না। বিলম্বেই বরং কাষের মকল।

কম। (দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া) আশা ক'রে ক'রে বড় বক্তিত হয়েছি সখি, আশা আর মন ক'রতে চার না। এখন যা হবে তাই সহ কন্বার জন্য বুক পেতে রেখেছি, আর কি ! হৃৎকের মূর্তিতে আর আমার ভর নেই। তারা এখন আমার নিত্য-সঙ্গী।

শ্রী। (স্বগত) আর আমার কন্বার শক্তি নেই। (প্রবেশপূর্বক সন্নিতে) দেবি, ভাল আহ তো ?

কল্যা। তবু ভাল, হ্যাঁলা, তুমি আমি করতে নাগূলি যে !

কম। (সহর্বে উত্থান করিয়া) আর সখি আর, আমার আলিঙ্গন কর। তোর হাসিমুখ দেখে বাঁচলাম। (হস্ত প্রসারণ।)

শ্রী। (আলিঙ্গনপূর্বক সরোমাঞ্চে স্বগত) অহো স্পর্শ !

কম। (স্পর্শস্থানান্তর করিয়া)

একি সখি, তাঁরি স্পর্শ, তাঁরি স্বর, একি !

তুই যে অর্দ্ধেক তাঁকে এনে দিলি সখি !

কি দিব, যে কুসম্বাদ এনে দিলি মোরে,

ধর এই ছড়া—স্বকণ্ঠের পুরস্কার। (কণ্ঠহার প্রদান।)

শ্রী। (কণ্ঠে ধারণ করিয়া) কই দেবি, আমি তো কিছুই কুসম্বাদ দিইনি, আগেই কেন এ দিলেন মোরে ?

কমলা। না দিলি, মনেই সব বলেছে আমার।

ও মুখে কখনো তোর নেই কুসম্বাদ।

কল্যা। (স্বগত) এত সোরাগ ভাল নয়, হাসীই তো।

শ্রী। (জালাভিনয় করিয়া) দেবি, আমি ভরে ব'লতে পারছিনে, অতি কুসম্বাদ।

কমলা। (সচকিতে) সেকি, কুসম্বাদ ? তবে মনও কি আমারে প্রভারিল ? আর না ! না সখি ভনিব না—
ব'লো না, ব'লো না, নাথ—(মূর্ছিতা।)

জী । (ক্রোড়ে ধারণ করিয়া) হা ! একি ক'রলাম, সাথে সাথে এ যাতনা দিলাম ? উঠ উঠ দেবি, ভয় নাই ভয় নাই, আশ্রয় হও ।
(গাত্রে হস্তামর্ষণ ।)

কল্যা । কি করলি সন্ধানশি, পোড়াকপালি ! এই ক'রতে গিয়ে-
ছিলি ? (বীজন ।)

কম । (সংজ্ঞালাভ করিয়া সবিস্ময়ে) একি মায়,

অমৃতের স্পর্শ তোম দেহে, মুখে বিষ !

(কঞ্চুকীর প্রবেশ ।)

কঞ্চুকী । দেবীর জয় হোক । দেবি, একটা জ্বীলোক, দেখতে
অবিকল মায়ার মত, অন্তঃপুরে আস্‌ছিল ; প্রতিহারী তাকে মায়াধারিণী
ব'লে বেঁধে রেখেছে । সে বারম্বার দেবীর নিকটে আস্‌তে চায় । দেবী
যে আজ্ঞা করেন ।

জী । (ব্যগ্রভাবে) যাও যাও, সত্বরে তাকে বন্ধনমুক্ত ক'রে এখানে
নিরে এস ।

কম । (জ্বীর প্রতি) কেন সে কে ?

জী । আগে আনতে আজ্ঞা হোক, পরে বল্‌চি ।

কম । (কঞ্চুকীর প্রতি) যাও, তাকে নিরে এস ।

কঞ্চু । যে আজ্ঞা । (স্বগত) দেবীর আগে ও আজ্ঞা দেয়, তারি
আস্পর্শ দেখি যে ! যাক্, দেবীও যখন ব'লেন—(গমনোপক্রম ।)

জী । যাও, শীঘ্র যাও—

কঞ্চু । (নিরন্তরে নিষ্ক্রান্ত ।)

কল্যা । সে কে লা ?

জী । (মহাশ্বে) সে মায় ।

কম । (সবিতর্ক দৃষ্টিতে) তবে তুমি ?

জী । (নিজস্বরে) আমার চিন্বে না দেবি !

কম । (জ্বীর মুখে পুনর্বার দৃষ্টিপাত করিয়া, সবাস্পে) একি হ'ল
আমার ? আমি কি পষ্ট করে দেখতে পাব না ? (জ্বীর চরণতলে পতন ।)

স্ত্রী । উঠ উঠ প্রিয়ে, জীবন-সর্বস্ব আমার ! (হস্তদ্বারা উত্থাপন-পূর্বক অঙ্গমার্জনা ।)

কম । (স্ত্রীর গাত্রবস্ত্র উন্মোচন করিয়া) কতকাল দেখিনি আমি নাথ—(দ্রোহিন ।)

কল্যা । একি, দেব নারায়ণের মূর্তি ! (সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ ।)

নারায়ণ । (বাস্পধারা প্রমার্জনপূর্বক ক্রোড়ে ধারণ করিয়া)

আর কেন জল, দেবি, নির্ঝরণ অনল ;

আবার অনলে কেন জাল, চেলে জল ?

কম । (বাস্পরুদ্ধ-কণ্ঠে অবস্থিতা ।)

কল্যা । (সবাস্পে কৃতাজলিপুটে) দেব, আমার অপরাধের কি মার্জনা হবে ? আমি বে অসংখ্য অপরাধে অপরাধী !

নারা । ভয় নাই কল্যানি, তোর ভয় নাই ।

কম । (স্বহৃদে হইয়া) আর্ধ্যপুত্র, এতক্ষণ দন্ধের উপর আমাকে দণ্ড করুছিলে কেন ? ছি ছি, দাসীর বেশে !—

নারা । (সম্মিতে) অন্যায় হয়েছে বটে, দাসের বেশ ধরাই উচিত ছিল । (নিজবেশ ধারণ ও উভয়ের মণিময় সিংহাসনে উপবেশন ।)

পরিজনগণ । (নিজ নিজ অধিকার গ্রহণ ।)

(অপ্সরোগণের প্রবেশ এবং নৃত্যানুগত
সঙ্গীত ও পুষ্পবৃষ্টি ।)

রাগিনী সাহানা—তাল কাশ্মিরী খেমটা ।

শুভ প্রভাত আজি এ জীবনে ।

ভিখারী ঐখি হের হারান রতনে ॥

নব বিভায় বিভাকর ভাসিল, হাসিল স্মৃথে নলিনী

মধুরাননে ; প্রমদ-মৌরভ ভরিল ভুবনে ।

(অপ্সরোগণ বিক্রান্ত ।)

(কঞ্চুকীর প্রবেশ ।)

কঞ্চুকী । ব'লে তো শুনবেন না । যাই, একবার গিয়ে কিয়ে আমি ।
(অগ্রে মিল্লীক্ষণ করিয়া সাক্ষ্যে) না, এ যে সত্যই দেব বৈকুণ্ঠগতি ।
তবে তো ব্রহ্মা যথার্থই বলেছেন । (বিন্মদোদ্ভাঙভাবে দগ্ধা-
মান ।)

নারায়ণ । কঞ্চুকিন্, পুরাতন দেখে এত বিস্ময় কেন ? কি সংবাদ
আছে বল ।

কঞ্চু । (সহর্ষে) দেবের জয় হোক । আঃ কি শুভ দিন আজ্ !
ধন্য আমি, ধন্য আমার চক্ষুঃ, ধন্য আমার জ্ঞান ! দেব, আত্মিকার আনন্দ
যে এ জীর্ণ অস্ত্রঃকরণে ধরে না !

নারা । তা বুঝেছি । সর্ব্বথা সুখী হও । উপস্থিতে আর কোন
সংবাদ নাই তো ?

কঞ্চু । ওহো আছে বৈ কি ! আত্মাদভরে সব ভুলে গিয়েছিলাম ।
দেব, ভগবান্ ব্রহ্মা দেবের সাক্ষাৎকারের জন্য উপস্থিত হয়েছেন ।

নারা । তবে শীঘ্র যাও, অতি যত্নে প্রত্যাগমন ক'রে তাঁর প্রবেশ
করাও । মাঝাকো ভুলে এস না ।

কঞ্চু । যে আজ্ঞা দেব । (নিঃক্রান্ত ।)

কমলা । তবে আমি পালাই ?

নারা । না, পলাবে কেন ? এস আমরা আমাদের সমুচিত আচরণে
অবহিত হই ।

(ব্রহ্মা ও মায়া সহিত কঞ্চুকীর পুনঃ প্রবেশ ।)

কঞ্চু । (ব্রহ্মার প্রতি) এই দিকে এই দিকে আসুন । (সম্মুখভাগে
নির্দেশপূর্ব্বক) ঐ দেখুন, ঐ সর্ব্ব-মধ্যস্থলে মগিময় সিংহাসনে দেব
দেবীর সহিত অধিষ্ঠান করেছেন ।

মায়া । ঠাকুর, আপনিই বলুন আমি জানা কি না । আপনি তো
জানেন ; এঁরাই যেন বাড়ীশুদ্ধ সব একত্রে ডুলে গিয়েছেন ।

ব্রহ্মা । একটু স্থির হও বাছা, অগ্রে ভগবান্কে দর্শন করি । (অগ্ৰ-

সর হইয়া প্রণতভাবে) দীর্ঘকালান্তে আজ্ ন্তনবিধ আনন্দে এ সুহৃৎ যুগলমূর্তির অভিবাদন করি ।

নারা । (সমস্ত্রমে) স্বাগত প্রজ্ঞাপতে ! (হস্তনির্দেশপূর্বক সন্ধিতে) এই রত্নাসনই আজ্ পদ্মাসনের কার্য্য করুক ।

মায়া । (স্বগত সবিস্ময়ে) একি, সত্য-সত্যই যে দেব নারায়ণ স্বয়ং দেবীর সঙ্গে সিংহাসনে বসেছেন ! কি আশ্চর্য্য ! আমার আজ্ এ কি হ'ল !

ব্রহ্মা । (রত্নাসনে উপবেশনপূর্বক) দেব, আজ্ আমি চরিতার্থ হ'লাম । আজ্ মনের অপূর্ণতা, অপ্রসন্নতা নিঃশেষে দূর হ'ল ।

নারা । প্রজ্ঞাপতে, আমিও যেন এখন নিজ কর্তব্য-সম্পাদনজনিত তৃপ্তিভরে পরম আপ্যায়িত হ'লাম ।

মায়া । (স্বগত) তিনিই তো, তা না হ'লে ব্রহ্মা আর এমন ক'রে বলেন ? আমার আগে কেমন ক'রে এয়েচেন ! (অগ্রসর হইয়া ভক্তি-ভাবে প্রণতিপূর্বক) দেব, আমার এক নিবেদন আছে—

নারা । (সন্ধিতে) কেও, মায়া ! এস ।

কম । (মৃদুস্বরে) ও আবার কে ?

মায়া । (সরোদনে) দেখুন দেব, আপনি দাসীকে চিনুলেন, দেবী চিন্তে পারেন না ।

কম । (ঈষৎ হাস্যকরণ ।)

ব্রহ্মা । (সন্ধিতে) ওঁরা তোমাকে চেনেন বাছা, ওঁদের চেনাই তোমাদের কঠিন । (সকলের হাস্য ।)

মায়া । (স্বগত) এঁদের সব রঙ্গ বুঝি ! তাই বটে । (সলজ্জ এক পার্শ্বে দণ্ডায়মানা ।)

কম । (স্বগত, সালুকল্পে) আহা আহা কি ক'রলাম ! কত মনোব্যথাই আজ্ মারাকে দিলাম !

নারা । প্রজ্ঞানাথ, সম্প্রতি আর কি প্রিয় সাধন ক'রুব ?

ব্রহ্মা । দেব, আর কোন্ অতীষ্ট অবশিষ্ট আছে ?—

দলিয়া দশাশ্বে কীর্তি করিলে বিস্তার,
 স্বর্গ, মর্ত্য, চরাচর করিলে নিস্তার ;
 চারি মূর্তি সংহারিয়া হ'লে একরূপ,
 দেখিলু এ চক্ষে, প্রিয় আর কতরূপ ?
 তথাপি যদি প্রসন্ন হয়েছেন, তবে যেন এই হয় ;—
 কস্মিন্মত্রে যেই আত্মা নানা কলেবরে
 ভুঞ্জয়ে কতেক ক্লেশ কস্মিন্ভূমি পরে,
 সে আত্মা বিমুক্ত হ'য়ে তোমার স্মরণে,
 লভুক নির্বৃতি দেব, এই বাঞ্ছা মনে ।
 নারা । তথাস্ত । (সকলে নিজাস্ত ।)

ইতি পঞ্চম অঙ্ক ।

সমাপ্ত ।



কুন্দমালার সমালোচনাসমূহ।

কুন্দমালা নিসর্গসুন্দরীর সহোদরা। নিসর্গসুন্দরীতে শারদাপ্রসাদের কবিত্বশক্তির যেমন পরিচয় হইয়াছে, ইহাতেও আমরা তাঁহার কবিত্বের তদনুরূপ পরিচয় পাইলাম। “নিবিড় ধূমল মেঘে……ইত্যাদি” কবিতাগুলি পাঠ করিয়া অন্তঃকরণ আনন্দরসে পরিপ্লুত হইল। সোম-প্রকাশ। ১২৮৫, ২৮এ জ্যৈষ্ঠ।

আমাদের সহিত গ্রন্থকারের পরিচয়দাত্রী পূর্বপ্রকাশিত। নিসর্গসুন্দরীর পরিচয় না থাকিলেও আমরা কুন্দমালা পাঠেই বুঝিতে পারিতেছি। স্মৃতিরত্নের রস-রচনায় বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে। ইহার স্থানে স্থানে প্রশংসনীয় প্রগাঢ়তা আছে। যথা হিমালয়বর্ণনে “ভীম অভ্রমালা ইত্যাদি।” সাধারণী। ১২৮৭, ৩০শে কার্তিক।

কুন্দমালা। শ্রীশারদাপ্রসাদ স্মৃতিরত্ন-বিরচিত। এদেশীয় কবিসম্প্রদায়ের মধ্যে ইদানীং ষাঁহার প্রসিদ্ধ ও প্রথিতনামা হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই মিস্টন, বায়রণ, স্কট ও টেনিসন প্রভৃতি ইংরেজ কবিগণের মন্ত্রশিষ্য। তাঁহাদিগের বাঙ্গালা কবিতা ইংরাজী কবিতার নূতন এক মূর্তির মত। বিলাতের বিবিদিগকে শাড়ী এবং বলয়, চন্দ্রহার প্রভৃতি আভরণ পরাইয়া বৌ সাজাইলে অথবা এদেশের বধূদিগকে গাউন পরাইয়া বিবি সাজাইলে যেমন দেখায়, ঐ সমস্ত কবিতাও আমাদের নিকট তেমনি প্রতীত হয়। দেখিতে সুন্দর,—শোভায় অপূর্ব; কিয়ৎপরিমাণে নূতন নূতন, অথচ স্থিরচক্রে তাকাইলে পরিচিতপূর্ব। স্মৃতিরত্ন মহাশয় প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তির গুরুস্থান স্বদেশ। তাঁহারা ষাঁহ কিছু শিখিয়াছেন, তাহা কালিদাস, ভারবি ও ভবভূতি

প্রভৃতি ভারতীয় কবিসম্প্রদায়ের নিকট। সুতরাং তাঁহা-
দিগের কবিতায় ঐ অপূর্বত্ব, ঐ নূতনত্ব নাই। কিন্তু ঐরূপ
অপূর্ব ও নূতন না হইলেও কুন্দমালার মত কবিতা অব-
হেলার বস্তু নহে। আমরা নিসর্গসুন্দরীর নির্মলকান্তি
দেখিয়াই স্মৃতিরত্ন মহাশয়কে কবি বলিয়াছি, তদীয় অশ্রু-
জলসিক্ত কুন্দমালার গাঁথনি দেখিয়া তাঁহার কবিত্বশক্তির
বিকাশবিষয়ে আশান্বিত হইলাম। বাঙ্কব, ১২৮৫।
৪র্থ খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

আমরা কুন্দমালা নামে কবি শারদাপ্রসাদের শোকাশ্র-
সিক্ত উপহার-মাল্য অবলোকন করিলাম। উহা প্রথমমাত্র
তাঁহার অশ্রুতে সিক্ত হইয়াছে ; বস্তুতঃ যিনি একবার উহা
অবলোকন করিবেন, তাঁহার অশ্রুধারাই উহার অভিষেক
সম্পাদন করিবে। তাঁহার প্রশংসাপক্ষে বাগাড়ম্বর নিস্প্রয়ো-
জন। ‘নব মেঘোদয়’ প্রভৃতি প্রস্তাবের রমণীয় গান্ধীর্ঘ্যপূর্ণ
পরিণত কবিত্ব এবং পূর্ণিমাযামিনী ও বঙ্গবিধবার হৃদয়োচ্চাস
প্রভৃতির ন্যায় হৃদয়-দ্রাবণী কবিতা বাঙ্গালাভাষায় বিরল।
আমরা রূপান্তরে তদীয় কবিত্বশক্তির বিকাশ-বাসনা করি।

শ্রীকেশবচন্দ্র শর্মা। নবদ্বীপ।

১২৮৬, ২রা বৈশাখ।

আমরা “কুন্দমালা” পাঠ করিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ
করিলাম। ইহাতে যে কয়েকটি প্রবন্ধ লিখিত হইয়াছে,
সে কয়েকটি পাঠ করিলে গ্রন্থকারের সবিশেষ কবিত্বশক্তির
পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। স্মৃতিরত্ন মহাশয় যে একজন
কবিরত্নের মধ্যে গণ্য, সে বিষয়ে সংশয় নাই। আমরা
পাঠকগণের গোচরার্থ একটি প্রবন্ধ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।
(“বিরোগোন্মত্তের অরণ্যে পলায়নে”-শীর্ষক প্রবন্ধ)।

বিশ্বদূত। ১২৮৪, ২৫শে আশ্বিন।

বিজ্ঞাপন ।

শ্রীশারদাপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত কুম্ভমালা, নিম্ন-
হস্তরী ও প্রেম-মন্দাকিনী যথাক্রমে ১৭০, ১৮০ ও ১৯০ মূল্যে
নিম্নলিখিত স্থানসমূহে প্রাপ্য ।

১। শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রনাথ রায় ।

কালনা, উকীল ।

২। „ „ শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন সেন ।

মুদ্রক, ধর্ম প্রচারকপত্রের সম্পাদক ।

৩। „ „ মধুসূদন চৌধুরী ।

হাবড়া, পুলিশের কোর্ট ইন্সপেক্টর ।

৪। „ „ হরিমোহন মৈত্র ।

ঘুণী, গোয়াড়ি পোঃ অঃ ।

কলিকাতা ।

৫। সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি ।

৬। ক্যানিং লাইব্রেরি ।

৭। অ্যাশ্বি এণ্ড কোং, ১৪ নং কলেজ স্ট্রীট ।

৮। শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য ।

হাইকোর্টের বার লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান ।

এই প্রেম-মন্দাকিনী উক্ত সকল স্থানেই প্রাপ্য । কেবল নিম্ন-হস্তরী
১৭০ ও ১৮০ মূল্যে, এবং কুম্ভমালা কেবল ১৯০ মূল্যে, প্রাপ্য ।

